

ঋণ-পরিশোধ

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা প্রণীত ।

— — — — —
পুৰানমিহোব ন মাধু সৰ্ব্বম,
ন চাপি কাণা নবমিতাবদ ।
মহা পৰীক্ষানি ব্রহ্মণ্ডে,
হত পাপত মুক্ত্যনুপম
শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা

প্রথম সংস্করণ ।

Calcutta.

PRINTED BY W. C. ROSE & Co.,

ROSE PALACE,

'ECHO CHATTERJEE'S STREET'

April 1898.

—

ভাষা ।

ই কলা প্রতিষ্ঠান, ২২,

এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কুমিল্লা সন্ধান,

অসমীয়া ১০১২ ১০১২

প্রভু । মৌলিক ১০১২ ১০১২ ।

Sri Kumud Nath Dutta

14C, KALI KUMAR BANERJEE LANE
TALA, CALCUTTA-2.

শ্রীশ্রীস্বরস্বতৈঃ নমঃ

সাব—

মন্দোহঃ মৃচযতিঃ,

দুস্তরং সাগরং

তরিতে তথাপি

রূদে বাসনা যাগে গে

কৃতদ্রোহঃ গৰ্বাকৃতিঃ

শিশিরশুভাংগুঃ

গগনে ! তথাপি

ধরিতে সায় সাধ গো ।

শ্রীমহাদেব পাঠক ।

ଭୂସିଦ୍ଧା

এই জাণ্ডারিকাট একটি সম্পূর্ণ আদায় জংশন
অতএব নিম্নলিখিত কথা দ্রুত জান ৩। ১। -

আদর্শনগর - ভাগাবতী ৩^৪ বং একাট স্রম ১৮। ফল
সব'ই এই নগর ব্যাখ্যা বাণি ১-২৫। স্বয়ং ২।
কালে বেলা ২-৭। এই নগরোৎপত্তায় নষ্ট
একটি সিদ্ধান্ত দিলে নগরব্যবস্থা অনুষ্ঠান
১৮। এখানে কুৎসিত শ্রেণী ১।

[illegible]

অংশক ১ - অংশের গ্রাম সব নিবন্ধ (কটি অংশ, বিধি, ১
উপন। ও স্থানে বর্ণনা বর্ণনা দ্র. ১/১ আশ্রম
১১/১১ বাস বর্ণনা

গোবিন্দ গহাটী ন। গাঁবগু ২ মর্দাদাত। ১। ১।

সকল ১ - নিরন্তর পক্ষ

দীননাথ চট্টোপাধ্যায় আদ্যন স কতন্য পিতান ধনী।
 যি ক'র লন। ব্যবসায় বাণিজ্য জমিদারী - - - - -
 পামিচ - - - - - আয় চিল - - - - - দয়া - - - - -
 ক'ন পোয় হন মাই তৎকা - - - - - কত দি ন ন।
 - - - - - কত নৈক ডবিবা - - - - -
 - - - - - কত দি ন ন।
 কমে এ দেশে বেল - - - - - ব্যবসায় গবেষণা - - - - -

দীননাথের দিন পড়িল। অবস্থা ক্রমে... ইতে লাগিল।
 তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমথনাথ চাকরী অহুসন্ধানে বহির্গত হইলেন;
 কিন্তু বেনারসে গিয়া বিহুটিকা বোগে অকালে কালের করাল-
 গ্রাসে পতিত হন। দীননাথের হৃৎকেন্দ্র দিন দিন বাড়িতে লাগিল।
 পরশোক, অর্থহীনতা, অভাব, ক্ষণ, শত্রুর লাবণ্য প্রভৃতিতে
 তারপরনাট বস্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। যেহেতু একদিন
 যাত্রা করিয়াছেন সেখানে আর দীনভাবে থাকিবার পারিষা
 বেনারসে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

আর একটি কথা --

নিকটস্থ অণ্ডোল গ্রামের বিপ্রলাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের
 কন্যা চাকরশরীর সর্বত্র প্রমথনাথের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং
 এক্ষণে যোবনপূর হইল তিনি বিধবা হইলেন।

তাহারপর এবার বৎসর বহু প্রকার দুঃখে ভটিয়ে অতি
 বাহিত হইল। পরে যাহা হাহা ঘটয়াছিল এই পুস্তকে তাহাই
 লিখিত আছে।

পাঠকগণের নিমিত্ত নিবেদন এই যে, পুস্তক পাঠ্যে পুস্তকের
 শেষে “বহুবিধ দর্শন” নামক যে পরিচ্ছেদটি লিখিত হইয়াছে
 তাহা একবার পাঠ্য করুন, তাহাতে এই পুস্তক খানি সম্বন্ধে
 অনেক কথা অবগত হইবেন।

ধৈর্য্য অবলম্বন পুস্তক পুস্তকখানি পাঠ করিলে বিশেষ
 অঙ্গুহীত হইবে। আমি যাহা লিখিয়াছি সমস্ত সম্ভব এবং
 প্রত্যক্ষ জানিবেন।



গান-পরিশোধ ।

প্রথম খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পাপিয়া ।

“চোক্ গ্যাল” ! “চোক্ গ্যাল” ! “চোক্ গ্যাল” !
পাখী ডাকিয়া উঠিল ।

রজনী প্রায় প্রভাতা । কৃষ্ণ সপ্তমীর শশী—উষা সমাগমে
অধিকতর কৃষ্ণ শ্রান্ত পণিক—মাটির নিকে চাহিয়া এক্কা এক্কা
আকাশপথে চলিতেছেন ।

ସ୍ଥାନ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

কালপুন্দ্র, সপ্তমি গভীর কবেটি ৬ জন স্ত্রীকপুত্র পশ্চি-
মাকাশে ডুবতেছে। বেষ্টন-সংঘে যেন নিশাদবী পশ্চিম
আকাশে গলাহতেছেন, কে। গভীর ২ প্রকার বিবীট দেখা
গাইতেছে।

ଆଜି, ସୁନ୍ଦର !

পাশ্চাত্য অদ্বৈত 'এক' চাই 'আল' ? 'এক' গা'ল' !
 "এক" "আল" !

উপাধি ১০০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০
নবপল্লি ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০
নকিতে ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০
লাগিল ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০
কার্যে ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০

আবেদন নং ১১১১/১০

এঃ জঃ ১ • বত সুখী, দেশী, ম ক , গাণী, ব-
প্রকার অশ্রীয়া আচ্ছাদিত। ইত্যং এঃ ডাক
মধুব লিঃ ৬ • শাবী বলিতেছে "পাখি। অঃ বি ডাক
আহ দেব : ১ মি : ছে না ।

আবার না। বৎ জনের সুপরিচয় পুনঃ ১০ মইতেছে
এবং এত অনাচারে কল্যাণ যাতনা তাহারিও অবসর
কবিতেছে। তাহারি বসিতেছে “গাধা! কাঁদ না।

আবার এত কষ্ট পাখির ডাকে সমুদ্রময় অতীতে আত্মত্যাগ
হকতেছে। পুনঃপ্রাপ্ত হইলে বিধময় বর্তমান গ্রাম দশনে
ভাঙ্গাধগকে কাঁওব করিতেছে। তাহার বলিতেছে “পাখি!
আর কেন?”

পাণ্ডিয়া ।

সকলেই পাণ্ডিকে দুই এক কথা কহিল । পাণ্ডী কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না । সে আবার ডাকিল “চোক গ্যাল” ।

অবশেষে বিরক্ত হইয়া এক ক্ষীণ রমণীকণ্ঠ করুণস্বরে জ্ঞানাইল “পাণ্ডিরে ! আর জালাস্নে” ।

মুক্ত বাতায়ন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল ।

রমণী কে, সে কি ভাবিতেছিল, কোথায় ভাবিতেছিল, কেন ভাবিতেছিল কাহারও কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমাদেব হয় না । কে কোথায় পাণ্ডির ডাকে মুগ্ধ হইতেছে, কোথায় কে বাণীর রবে মুর্ছিত, সে সকল ঘোঁজে আমাদের দরকার কি ? আমরা আগনার গম্ভব্য পথে চলিয়া যাই । বাইতে বাইতে যদি সপ্তখে পড়ে, দেখিব, যাহা ভাল বুঝিব তাহাই করিব । অনুসন্ধান করিয়া জানার কোনও প্রয়োজন নাই ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

অবলা ।

হুঃ হুঃ শব্দে দ্বিপ্রহরের বহিবাযু বহিতেছে ।

ধুঃ ধুঃ করিয়া মাঠ পুড়িতেছে ।

বিস্তৃত বাসুকারাশি—কোথায় শেষ হইয়াছে তাহার হিরন্ময় নাই । চতুর্দিক বৃক্ষবর্ণ । কোথাও একটি প্রাণী দেখা যাইতেছে না । কেবল ক্রীড়ুরে একটি শাখাপত্রহীন বৃক্ষতলে শকুণী, গৃধ্রিণী, হাড়গিলা প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষিভীতি উড়িতেছে বসিতেছে, এবং বসিতেছে উড়িতেছে । কিছু অগ্রে কতকগুলি জীবজন্তুর হাড় পড়িয়া রহিয়াছে, একএকটা পাঙ্করের হাড় অতিশয় প্রকাণ্ড । তাহার উপর রোজ পড়িয়া বোধ হইতেছে যেন প্রেতগণ খিল্ খিল্ করিয়া হাঁসিতেছে ।

অতি ভয়ানক !

অবলার পক্ষে হত্যা !

ভূকায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে । গ্রীষ্মে শরীর নষ্ট হইতেছে । পুষ্করিণী নাই । বৃক্ষতল নাই । নীতল বায়ু নাই । আর নাই বৃহা ।

কি যন্ত্রণা !

অবলার পক্ষে পামাণতা—লৌহতা—হীরকতা !

উপরন্তু বিক্রম আছে, ছলনা আছে, কর্ণে অপরের কলহ কাকুক্তির কুঠারাঘাত আছে ।

অবলা

অবিদ্যুরে লতা পাতাসজ্জিত বৃক্ষসহ শীতলবারিগণিগুণ স্নানর
পয়োষি দেখা যাইতেছে। কিছু অগ্রসর হইতে হইতে কোথায়
মিলিয়া যাইতেছে। আবার দেখা যাইতেছে। আবার মিশা-
ইতেছে। কর্ণের পাশ দিয়া কোন শব্দ যেন করণ কাঁদিয়া
যাইতেছে।

অবলা কত বল ধরে ? সে কত সহ্য করিবে ?

মরুভূমিতে পথিকেরা শূন্তে বৃক্ষ, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রায়ই
দেখি না থাকেন। অগ্রসর হইতে হইতে তাহা ক্রমশঃ অন্তর্ভুক্ত
হয়। পাঠকগণ ! অবশ্য ইহা বাক্য্য অবগত আছেন। তজপ
শব্দও শুনা যায়। বোধ হয় অতি নিকটে শব্দ হইতেছে। কিন্তু
শব্দও নিকটের নহে, বৃক্ষপুষ্করিণীও শূন্তের নহে। তাহার
কোন বৃক্ষপুষ্করিণীর প্রতিবিম্ব, বায়ুত্তরে প্রতিফলিত মাত্র।
শব্দও তজপ। বাহ্যহটক ইহা হইতে জানা যায়, নিকটে হটক,
দূরে হটক, পুষ্করিণী বৃক্ষ আছে। শব্দও আছে।

সাক্ষ্য তথা ! অগ্রসর হওয়া যাউক ! দেখি বৃক্ষ, পুষ্করিণী,
শব্দ কোথায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

মেঘ সরিয়াছে

গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ ।

চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ চ—ড়—ড়—ড় ।

প্রভৃতি কত ভয়ানক ডাক ডাকিয়াছে ! কত শিশু
কাঁদিয়াছে । কত বৃদ্ধ পড়িয়াছে । কত কৃষক মরিয়াছে ।

সোঁ সোঁ হোঁ হোঁ বোঁ বোঁ ।

শব্দে কত ভয়ানক ঝব বহিয়া গিয়াছে । কত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ
পড়িয়া গিয়াছে । কত বড় বড় নৌকা ডুবিয়াছে । কত কাক
মরিয়াছে ।

টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ ঝপ্ ঝপ্ ।

কত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—মাঠে কত জল দাঁড়াইয়াছে, কত
পুকুরিণী ভরিয়াছে, কত নদী ভাসিয়াছে ।

কিন্তু এখনও মেঘ ছাড়িল না । আকাশে এখনও সম্পূর্ণ
বেধ । আজ কত দিন সূর্য্যের মুখ দেখা যায় নাই । কত দিন
আকাশে চাঁদ উঠে নাই । কত দিন তারকা হাঁসে নাই ।
এমনই কি চির দিন থাকিবে ? কখনও না । ঐ দেখ ! পশ্চিম
দিকে মেঘ সরিয়া গিয়াছে । উজ্জ্বল সুনীল আকাশ দেখা
যাইতেছে । অচিরে সূর্য্য দেখা যাইবে । সমস্ত মেঘ সরিয়া
যাইবে । আবার চাঁদ উঠিবে, আবার তারকা হাঁসিবে ।

এ গমনশীল পৃথিবীতে চিরদিন কখনও এক ভাবে যায় না।
সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ; অন্ধকারের পর আলোক,
আলোকের পর অন্ধকার; রাগের পর দিন, দিনের পর রাত্রি;
অমাবস্তার পর পূর্ণিমা, পূর্ণিমার পর অমাবস্তা; গ্রীষ্মের পর শীত,
শীতের পর গ্রীষ্ম; ডাটের পাটিয়া বুঝিচ্ছে।

যদি বন সূর্য উঠিয়া কাজ কি, চাঁদ উঠুক। যদি বন বাত্মি
হইয়া কাজ কি, সমস্তই দিন হটুক। যদি বন শীত গ্রীষ্মের সঞ্চার
নাই, সমস্ত বনস্থ হটুক। ভাবনা দেখ দেখি, বাত্মি না থাকিলে
দিনের শেষে কি জানিতে? শীতগ্রীষ্ম না থাকিলে বসন্তশোভা
কি বুঝতে? বস দেখি পাতা না ঝরিলে পাতার শোভা কি?
তুলনাই নৌলগ্নের উপলক্ষ। অতএব শীতগ্রীষ্মের অভিযোগ
আমার নিকট করিও না। আমি বলি সব ভাল। মঙ্গলময়ের
ইচ্ছায় সমস্তই মঙ্গল।

এই মহামন্ত্র জপিয়া একটি সুন্দর মনো জীবন ধারণ করিতেছে,
তোমরা পারিবে না? আর অধিক কথায় কাজ নাই। কয় দিন
হইল বাটের বাহির হওয়া যায় নাই। মেঘ ছাড়িয়াছে। সূর্য
উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইবে। চাঁদ উঠিবে। একবার
লমণে বাওয়া যাউক।

বিস্কণ পাঠক মহাশয়! বলুন দেখি কয় দিন বাটের বাহির
হওয়া যায় নাই? তাহা হইলে বুঝিতে পারিব এই পরিচ্ছন্ন
তিনটি বুঝিতে পারিয়াছেন কি না?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সন্ন্যাসী

সম্প্রতি একজন সন্ন্যাসী অশোকবনে আশ্রম করিয়াছেন, সন্ন্যাসী কাহাবও দেয় কিছুই গ্রহণ করেন না। যদি কেহ ভক্তিসহকারে ঐ মহাত্মাকে কিছু দান করেন, তিনি তাহা গরীবলোকদিগকে প্রতিদান করিয়া থাকেন। এই মহাপুরুষ সময়ে সময়ে বালক বালিকাদিগকে মিষ্টান্ন ও ভাত খাওয়াইয়া থাকেন, এবং সাধারণ্যে দরিদ্র ও অভাবী বালকদিগের হুঃখ-মোচন করিয়া থাকেন।

ইহাঁর সঙ্গে কেবল দুইজন মাত্র লোক আছে। এক জন সদাসর্বদা তাঁহার নিকটে থাকে। অপর ব্যক্তি তাঁহার খাদ্য-সামগ্রী আহরণ করিয়া আনে।

দুই চাষি দিন থাকিতে থাকিতে গ্রামের বালকবালিকাগণ সন্ন্যাসীর বশীভূত হইয়া পড়িল। গ্রামের একটা লোকেই সন্ন্যাসীর প্রতি বড়ই ভক্তি জন্মিল। প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই গ্রামের যুবকেরা পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়া মহাত্মার নিকট অর্পণ-বাদন জানাইতেন। যুবকেরা দলে দলে তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী সকলকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিতেন।

সন্ন্যাসীর অপূর্ণ কান্তি, এবং অল্প বয়স, দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন; সন্ন্যাসী তাহাতে

সন্ন্যাসী ।

৯

ভেঁকর করিতেন, “মহাশয়, আমি এক জন ভদ্রসন্তান, আমার কোনও প্রকার অভাব নাই। আমি যে প্রকৃতই এক জন সন্ন্যাসী তাহা নহি। আমার সংসার জীবনে খুব বোধ হয় না বলিয়া আমি এইরূপ সন্ন্যাসীবেশে ভ্রমণ করিয়া থাকি।

মানবচরিত্র-অধ্যয়ন এবং পরোপকার আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ।

সন্ন্যাসীর উদ্ভব সত্য কি না আমরা তাহা বলিতে পারি না। কেমন করিয়া বলিব ? এই জগতে কত প্রকারের সন্ন্যাসী আছে কে জানে। কেহ বা বিবাহের সন্ন্যাসী, কেহ বা প্রেমের সন্ন্যাসী, কেহ বা হত্যাকারী সন্ন্যাসী, কেহ বা ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী, কেহ বা প্রকৃত সন্ন্যাসী এই সকল সন্ন্যাসীমধ্য হইতে প্রকৃত সন্ন্যাসী বাছিয়া লওয়া বড় শক্ত কথা। বাহাইটুকু আমাদের এই সন্ন্যাসী এ এক জন ভদ্রসন্তান তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার গঠন এবং আকৃতিই তাহার প্রমাণ। আবহাঁহার যে কোনও অভাব নাই তাহাও সত্য। কারণ আমরা দেখিতেছি বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহার টাকা আসিতেছে। তবে বয়স অতি অল্প তাই একটু একটু সন্দেহ হয়।

সন্ন্যাসী যুবকদিগকে নানা প্রকার সহপদেশ দিতেন এবং তাঁহাদের সহিত নানা দেশের গল্প করিতেন। তিনি যুবকদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। দলে দলে যুবকদল আহারান্তে আশ্রমে গিয়া গল্প, ক্রীড়া প্রভৃতিতে সময় কাটাটাইতে লাগিলেন। যুবকেরা গ্রাম ছাড়িয়া সদাসর্বদা আশ্রমে থাকিতে লাগিলেন।

সদাসর্বদা যুবকেরা আশ্রমে থাকিতেন বলিয়া অন্তান্ত শ্রেণীর লোকদিগের আগমন ও কথোপকথন সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাঘাত

হইতে লাগিল । সন্ন্যাসী ভাষা বৃদ্ধিতে পাবিষ্য সময়ের বন্দনস্ত করিলেন । প্রাতঃকাল বৃদ্ধদিগের নিমিত্ত, মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত যুবকগণের নিমিত্ত, যৎ বাহু হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকদিগের নিমিত্ত এবং রাত্রিতে সন্ন্যাসী আপনার কার্য্য করিতেন, যথা পুস্তক-সঞ্চয়ন, ভাষ্যরী লেখা, ওৎ চিন্তা ।

সন্ন্যাসী এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি । তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং ইংরাজী তিনট ভাষাই উত্তমরূপে জানিতেন । যুবকেরা কেবল ত্রিভাষীকে দময় নষ্ট করেন দেখিয়া তিনি কতকগুলি সংবাদ পত্র আনাটতে আরম্ভ করিলেন—যথা বঙ্গদর্শন, বঙ্গবাসী, সোমপ্রকাশ, সুবোধি, আত্মদর্শন, নবজীবন, ভাবতী ইত্যাদি । বঙ্গের খানি ইংরাজি পত্রও আনিতে—যা Statesman (দৈনিক), Amritabazar, The Hindu Patriot, Mirror ইত্যাদি ।

যুবকেরা প্রচুর কাগজ পাইলেন । সংবাদপত্র পাঠ করিতেই তাহাদের সময় কাটিয়া যাষ্টত । সংবাদ পত্র পড়িবার জন্য পার্শ্বস্থ অস্ত্রাজ গ্রাম হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা আসিতে লাগিলেন । এমন কি নিকটবর্তী আদর্শনগর হইতে কেহ কেহ আসিতে লাগিলেন ।

এইরূপে সন্ন্যাসী দেশবিখ্যাত হইলেন । দেশময় রাষ্ট্র হইল যে আশোকবনে একজন নূতন চরিত্রের সন্ন্যাসী আসিয়াছেন । তাঁহার আলমে ইংরাজি, বাঙ্গালা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বহুসংখ্যক সংবাদ পত্র আহঁসা । সন্ন্যাসী এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত উত্তমরূপে জানেন । অধিকন্তু তাঁহার কোনও অভাব নাই—প্রচুর অর্থ ।

কেহ ভাবিল সন্ন্যাসী কোন অপরাধের ব্যক্তি, ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছেন। কেহ ভাবিল তিনি এক জন ভিটেকুটিল। কেহ কেহ তাঁহার কথাতেই বিশ্বাস করিল। তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যে তাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাঁহাকে এক জন মহাত্মা বলিয়া গৃহীত করিলেন—বিশেষতঃ অশোকব্রাহ্মণের বশবর্তী।

সন্ন্যাসী দয়াদাক্ষিণ্যের কথাও রাষ্ট্র হইল। গোটা শোকী, ভাপী, ছাপী, সকল প্রকারের লোক নানা স্থানে হইতে সন্ন্যাসি-দর্শনার্থে অশোকবনে আসিতে লাগিল। বৌদ্ধগণ ঐশ্বর্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল। ভাপী ব্যক্তিরা তাহাদের দংশের কথা জানাইতে লাগিল। কেহ বা উত্তম জ্যোতিষী ভাবিয়া কয় দেড়িবার নিমিত্ত অর্ঘ্যদান করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী কিন্তু কেবল যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া প্রতী ব্যক্তি-দানের আশা করেন করিতে না।

এইরূপে সন্ন্যাসী সঙ্ঘের দান অধিকার করিলেন। সকলেই তাহাকে নিষ্ঠুর আসিতে লাগিলেন। কেবল ছোট এবং অপরাধী ব্যক্তিরা ভিটেকুটিল আশঙ্কা করিয়া তাঁহার নিষ্ঠুর আসিতে সাহস করিত না। নানা দেশ হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বৌদ্ধহনাক্রান্ত হইয়া ঐ নূতন চরিত্রের সন্ন্যাসি-দর্শনার্থে অশোকবনে আসিতে লাগিলেন।

প্রায় দ্বাদশবৎসর অতীত হইল, কি ততোধিক, অশোকবনে আর পূর্বের মত মেলা বসে না, অতিথিসেবা হয় না, দাণু-জনেরা আগ্রহ করেন না। যাহা হউক এত দিন পরে আবার অশোকবনে লোকজনের ব্যাঘাত আরম্ভ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।



প্রিয় ও রাম ।

যুবকদ্বয়ের মধ্যে দুইটি যুবক সন্ন্যাসীকে বড় প্রিয়পাণ্ডু হয়েছেন । একটির নাম প্রিয় অপরটির নাম রাম । সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে সন্ধ্যার পরেও আশ্রমে আনিয়ে অল্পমতি কবিতা-
ছিলেন, তজ্জন্তু ঐ যুবকদ্বয় সন্ধ্যার পরেও আশ্রমে আনিতেন ।
সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে নানাবিধ সহপদেশ ও শিক্ষা দান
করিতেন ।

সন্ন্যাসীরা দয়া ও দানের দ্বারা ঐ যুবকদের ভাসিক্যেণ মোহিত
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । যুবকদ্বয় সম্ভাবতঃই অতিশয় দয়ালুদের
হওয়ায় যখন কাহাওর দুঃখ বা কষ্ট দেখিতেন ঐ সন্ন্যাসীকে
জানাইতেন । সন্ন্যাসী যথাধাৰ্ম্মা অর্থ দিয়া তাহাদের দুঃখ
মোচন করিতেন ।

যুবকদ্বয়, চারুশরী এবং তাহার মাতা বড় দেখিয়া বড়ই
আন্তরিক হঃখিত হইয়াছিলেন । চারুশরীর মাতা অদ্য প্রিয়দের
বাটতে চাউল ধার করিতে গিয়াছিলেন । প্রিয় তাহা দেখিয়া
অত্যন্ত হঃখ প্রকাশ করেন, এবং অদ্যই সন্ন্যাসীকে নিকট ইঁহাদের
কথা জানাইবেন এমনত সঙ্কল্প করেন । তাই আজি সন্ধ্যার পর
প্রিয় এবং রাম শীঘ্র শীঘ্রই আশ্রমে আনিলেন ।

প্রিয়—মহাশয় অদ্য আপনাকে একটি বড়ই শোচনীয় বার্তা জানাইতে আসিয়াছি। আমাদের গ্রামের একটি ভদ্রপরিবার যে কি কষ্টে কালযাপন করিতেছেন তাহা বর্ণনার অতীত। শুনিতে পাষণ্ড হৃদয় গলিয়া যায়।

সন্ন্যাসী—বল, সাধ্যমত উপকার করিব।

প্রিয়—যে পরিবারটির কথা বলিতেছি তাঁহারই পক্ষে এ গ্রামের জমিদার ছিলেন। ধনে মানে তাঁহাদের সুখ এ গ্রামে আর কেহই ছিলেন না। অধিকতর আদর্শনগবেষে শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, নাম অবশ্য শুনিয়া থাকিবেন, তাঁহাদের কুটুম্ব। তাঁহার পুত্র প্রমথনাথের সহিত চব্বিশদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চাক্রশরীর বিবাহ হয়। কিন্তু এ দুঃখের জগতে চিরদিন সমান যায় না। ক্রমে ৮১ সালের ঝড় দীননাথের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়। তিনি বড়ই কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার পুত্র প্রমথনাথ চাকুরীতে অল্পসম্মানে বহির্গত হন ; কিন্তু বেনারসে গিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহারপর পুত্রশোকাক্ত দীননাথ স্বদেশে নানা প্রকারে লাক্ষিত হইয়া দেশত্যাগপূর্বক বেনারসে বাস করিতেছেন। অকালে-বিধবা বালিকা চাক্রশরীর স্বপুত্রের সঙ্গে বেনারসে বাসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিচক্ষণ স্বপুত্র মহাশয় তাঁহার কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহার পিতৃব নিকট রাখিয়া যান। যাহা হউক ৩৭ দিন তাহার পিতা জীবিত ছিলেন তত দিন পর্যন্ত চাক্রশরীর এবং তাহার মাতার কোনওপ্রকার কষ্ট হয় নাই। হই বৎসব হইল তাঁহার

পরলোক হইয়াছে । কিন্তু তজ্জাত ইঁহাদের কষ্ট হয় নাই । আদর্শনগরের গগরিন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এক জন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র । তিনি চাকরশরীর স্বামী প্রমথনাথের দাল্যবদ্ধ । তিনি ইঁহাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর অবধি ইঁহাদের কষ্টের পবিত্রীমা নাই ।

সন্ন্যাসী—তাঁহা পরলোক হইয়াছে—সে কত দিন ?

প্রিয়—প্রায় তরু মাস ।

রাম—তাহার চাকরশরী পূর্ব ভাল মেয়ে । সে প্রকৃত সন্তী—তাহার উপর তত যে অকথা অত্যাচার হইত শিখাচ্ছে তাহা তাহার মত গুরুজনের নিকটে অকথনীয় । তজ্জাত সে তাহার মতীত রক্ষা করিয়াছে ।

সন্ন্যাসী—এ বিষয় আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, বল, তাহাতে কোন দোষ নাই । তাহাহইলে অত্যাচারীদের শাস্তির উপায় করিতে পারিব ।

এই গ্রামের বর্তমান জমিদারই এই সকল অত্যাচারের মূল । গ্রামের সমস্তলোকেই তাঁহার অত্যাচারে অস্থির হইয়াছেন । অতএব সকলেই তাঁহার উপর বিশেষ কষ্ট । বিশেষতঃ এই যুবকদ্বয় । যুবকদ্বয় শাস্তির উপায় হইতে পারে শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিতে লাগিলেন—

প্রিয়—“মহাশয় আদর্শনগরের নিশানথ বাবু আমাদের গ্রামের বর্তমান জমিদার । তিনি অতিশয় নীচ প্রবৃত্তির লোক । তিনি চাকরশরীর জন্ত না করিয়াছেন এমন কার্যই নাই । নৃশংস মতীকে বাপেরনাই কষ্ট দিয়াছিল । কিন্তু স্বর্গীয় গোবিন্দ-

চন্দ্র তাহার সহায় হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন । আপনাকে সংক্ষেপে জানাইলাম ।

সন্ন্যাসী—এক্ষণে আর কোন প্রকার উপদ্রব হয় কি ?

প্রিয়—এক্ষণে আর নে সকল উৎপাত কিছুই নাই ।

রাম—মহাশয় ! এক্ষণে যদিও সে সকল উপদ্রব আর কিছুই হয় না, কিন্তু উহাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে । বখার্ব সাহায্যেব পাত্র । আশা করি আপনি উহাদের অবস্থা প্রতি একটু মনোযোগ করিবেন ।

সন্ন্যাসী—আচ্ছা, আমি উহাদের সহায় হইলাম । বলিও তাহাদের আর কোন চিন্তা নাই ।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে দিবার নিমিত্ত পঞ্চশত টাকা দিলেন । এবং নিশানাথের শান্তিমন্ত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন । যুবকদ্বয়ের তাহাতে বড়ই আনন্দ হইল । সন্ন্যাসী আরও কহিলেন যে, তিনি ঐ গ্রাম খরিদ করিতে প্রস্তুত আছেন ।

তাহাতে যুবকদ্বয়ের আরও আনন্দ হইল । তাঁহারা কহিলেন ‘নিশানাথ বাবুরও ঐ গ্রাম আর দ্বাধিতে ইচ্ছা নাই, আমরা বিখ্যত হুজে অবগত হইয়াছি । কেবল তাঁহার নিকট জানাই-
লেই হইবে ।’

সন্ন্যাসী তাহাতে তাহাদিগকে চেষ্টা করিবার অনুমতি দিলেন । এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি হইয়া উঠিল । যুবকদ্বয় বিদায় লইলেন ।

সন্ন্যাসী আহালাদি সমাধা করিয়া ডায়েরী লিখিলেন, এবং একাকী বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, কে জানে !

..... ১৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

চারুশশী ও মাতা

চারুশশীর মাতা কয় দিন ধরিয়া, কাহারও নিকট চাউল, কাহারও নিকট বা ডাউল, এইরূপ ধার করিয়া চালাইতেছেন। বেনারস হইতে বৈবাহিক মহাশয় যে মাসিক পাঁচ টাকা পাঠান তাহাও আসিয়া পঁহুছিল না। চারুশশী এবং তাহার মাতা উভয়ে বড়ই চিন্তিত হইলেন—প্রত্যহ লোকের নিকট ধার করিয়া আর কত দিন চলিবে, আর লোকেই বা প্রত্যহ কত ধার দিবে। তাই মারেঝিয়ে অশোকগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বেনারসে বাইবেন। এমনত দুষ্টি করিতেছেন।

এমন সময়ে হঠাৎ রাম এবং প্রিয় তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন—“অদ্য একটি বড়ই সুখবর আছে—অশোকবনের সন্ন্যাসীকে আপনাদের কষ্টের কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত জানাইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আপনাদিগকে এই পঞ্চশত টাকা দান করিয়াছেন, গ্রহণ করুন। এবং আপনাদিগকে বলিতে বলিয়াছেন যে, অদ্য হইতে আপনাদের সমস্ত ভাব তিনি গ্রহণ করিলেন। আপনারা আর কোনও চিন্তা করিবেন না। তিনি আপনাদের কষ্ট শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।”

এই কথা শুনিয়া মাতা ও কন্যা উভয়ে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। প্রিয় ও রামকে শত শত ধন্যবাদ দিতে

লাগিলেন । এবং সন্ন্যাসীর প্রায় প্রিয়তম হইলেন । কিছুক্ষণ পবে প্রিয় ও ব্রাহ্ম বিদ্যায় লইলেন ।

অন্য নিঃসহায়া হৃদয়গ্রস্ত ব্যক্তির অনুরোধে অনেকটা লাভ হইল । তিনি ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ জানাইতে লাগিলেন । এবং সেই দয়াবান মহাত্মা সন্ন্যাসীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার সংকল্প করিলেন ।

পঞ্চশত টাকা পাইয়া মাতার অনেকটা সাহন হইল । পরদিন তিনি সমস্ত ধার শোধ করিলেন ।

চাক্ষুশী নাকে কহিলেন “সন্ন্যাসীও আমাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের আর কোন চিন্তা নাই ; কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয়, এবং আমার সহোদরকুল্য দেবতার বেনারাসে বড় সুখে নাই । তাঁহাদেরও বিশেষ অভাব । তাহাদিগকে এই পঞ্চশত টাকা হইতে চারিশত টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হউক । তাহাতে তাহাদের অনেক উপকার হইতে পারিবে ।”

মাতা কতবার প্রস্তাবে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না । তাহাতেই স্বীকৃতি হইলেন, এবং টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত প্রিয়র নিকট যাইলেন ।

প্রিয়কে টাকা পাঠানব কথা বলিলে প্রিয় কহিলেন “অন্য টাকা পাঠাইবার আর সময় নাই, কল্যাণ পাঠান হইবে ।”

তিনি তাহাই স্থির করিলেন, এবং কহিলেন যে, তাহাকে একবার সঙ্গে করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট লইয়া যাইতে হইবে, তিনি তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন ।

প্রিয় কহিলেন “দিনের বেলায় সেখানে বড় গোলমাল,

সন্ধ্যার পব বাইতে পারিলে জ্বল হয়, আমি সন্ধ্যার সময় আপনার নিকট যাইব ।”

মাতা তাহাই শ্রুত করিল। বাটী আসিলেন, এবং চাক্ষুশীকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন । চাক্ষুশী তাহাতে নিজেও বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল ।

মাতা কহিলেন “মা ! আমাদের সময় ভাল নয়, তুমি যাইলে গ্রামের পাঁচ জনায় পাঁচ কথা বলিবে । আমিই বাই, তোমাকে আর বাইতে হইবে না ।”

চাক্ষুশী তাহাতে উত্তর করিল “তোমার সঙ্গে যাইব তাহাতে আর কে কি বলিবে ? আমি যাইব । যিনি আমাদের এত উপকার করিলেন, তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয় না । আমি যাইব । তুমি বারণ করিও না ।

”মাতা কল্পাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না । যথাসময়ে রাম ও প্রিয় উপস্থিত হইলেন । মাতা ও কল্পা তাহাদের সঙ্গে আশ্রমবাতী করিলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃতজ্ঞতা ।

এই চাক্ষুশীকে আমার বড় ভাল লাগে। আমি তাকে নয় বৎসর বেলা অবধি দেখিতেছি, তাহার এন্ট্রুমাত্র দোষ নাই। তবে বলতে গেলে দেখা ছাড়া মালুম দেখা যায় না। অন্যদের চাক্ষুশীও একটু দোষ ছিল এখন তাহা আছে কি না বলিতে পারি না। যে-উদ্দেশ্যের দ্বারা ছিল। কথায় কথায় তাহার অভিমান হইত, কিন্তু তাহা অগ্বেবের কাছে নয়, নিজের স্বামীর কাছে, মাগের কাছে, বসে আসে।

চাক্ষুশীর গুণের রূপ আব কি বলিব, সে সমস্যা, গুণসিদ্ধ গুণের ভাঁড়া—আমি অধিক বলিব না। ইংরেজি ভাষায় ত কেত বলিয়া বসিবেন “স্মার্টনার কিছু স্মার্ট আর্ট” আর স্বার্থের বাজারই নটে—স্মার্ট ভিন্ন কেহই কথা ক’ন না স্মার্ট ভিন্ন কেহই চ’লে হাটেন না, স্মার্ট ভিন্ন কেহই ন’বে বসেন না।

আমি যে এই পুস্তক পান লিখিতেছি, ইংরেজি কি আমার স্বার্থ নাই? অবশ্য আছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি চাক্ষুশীর গুণবর্ণনার আমার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই।

বাহ্যভূত কেবল গুণের কথা বলিলে কি হইবে। আত্মকাল আবার রূপ চাই। তা আমাদের চাক্ষুশীর রূপও বোধেই আছে। কিন্তু আমি ত অধিক বলিব না। তবে অল্পের মধ্যে বলি—রূপে সে একটি অপ্সরা। পূর্ণ যৌবন—ভরা নদীর মত।

বয়স যদিও পঞ্চবিংশতি, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া তাহা বোধ হয় না ।

একটি কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা সে বিধবা—হাতে কিছু নাই, পায়ে কিছু নাই, চুল খোলা ।

পাঠকগণ ! সেই প্রত্যয়ে যে রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন ঐ দেখুন ! স্থির, ধীর, মৃদু, মধু, মস্তে-স্বর্গ, অথবা স্বর্গে-মর্ত-কেমন আশ্রমে আসিতেছেন ।

চারুশশী মাতা, চারুশশী, প্রিয় এবং রাম সন্ন্যাসীর নকট উপস্থিত হইলেন । চারুশশীর মাতা ও চারুশশী সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মাতাকে কহিলেন “ও কি মা, আপনি যে আমার মা, আমাকে প্রণাম কেন ?”

সন্ন্যাসী তাহারপর প্রিয় ও রামকে ইহাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সমস্ত কহিলেন ।

চারুশশীর মাতা সন্ন্যাসীর সহিত এইরূপে আদ্যাপ করিতে লাগিলেন—

“বাবা ! আপনার অন্তর্গত আত্মাদিগকে বারবারনাই চমৎকৃত করিয়াছে । আমরা কখনও এরূপভাবে অশোকবনে আসি নাই । কিন্তু বাবা ! অদ্য আপনার অপরিমেয় দয়ায় আমরাদিকে হেথা আসিতে বাধ্য করিয়াছে । আপনি আমাদের সহৃদয়-কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন । আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি অচিরে আপনার যেন অভীষ্টলাভ হয়” ।

সন্ন্যাসী—মা ! আপনারা এখানে না আসিলেই পারিতেন ।

বলিয়া পাঠাইলে আমিই আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতাম । বাহাহউক মা ! আপনারা আর কোন

চিন্তা করিবেন না। আমি আপনাদিগের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলাম। প্রিয় ও রাম দ্বারা আমি প্রত্যহ আপনাদের খবর লইব। আপনারা আর চিন্তা করিবেন না। সন্ন্যাসী তাহারপর চাক্ষুশীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন “মা ইনিই আপনার কন্যা”।

মাতা কহিলেন “হ্যাঁ বাবা”।

তাহাতে সন্ন্যাসী চাক্ষুশীকে কহিলেন—“সতি ! তুমি আর কোনও চিন্তা করিও না। তোমার গত বিপদের কথা আমি সমস্ত শুনিয়াছি। সেই পিশাচ নিশানাথকে সমুচিত শাস্তি দিব। চাক্ষুশী কিঞ্চিৎ অধোবদনা হইয়া রহিল।

প্রিয় তাহারপর টাকা পাঠানর কথা সন্ন্যাসীকে জ্ঞানাইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, সে জন্ত তাঁহাদিগকে টাকা পাঠাইতে হইবে না। তিনি ইতিপূর্বেই তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্ক পক্ষসহস্র টাকার অর্ডার পাঠাইয়াছেন। বোধ হয় এতদিন তাহারা টাকা পাইয়া থাকিবেন।

এই কথা শুনিয়া চাক্ষুশী যারপরনাই আনন্দিতা হইল। সে সন্ন্যাসীকে এইবার আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না। সে কহিল—

“প্রভু ! আপনি মনুষ্য কি দেবতা আমার সন্দেহ হয়, আমি ভক্তি সহকারে আপনাকে প্রণাম করিতেছি”।

এবং প্রণাম করিল।

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে বাট বাইতে অনুমতি করিলেন। তাঁহারা প্রিয় ও রামের সহিত গৃহে ফিরিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

স্বপ্ন ।

সন্ন্যাসীর গুণেই হউক, রূপেই হউক, বা উভয়েই হউক, তাহা আমরা জানি না, চাক্ষুষশীঘ্র মনে আজি মহাগোলোযোগ উপস্থিত হইল । সে নিজ্জনে বসিয়া এইরূপে ভাবিতে লাগিল—

“দেব ! আপনি কখনই মানব নহেন । মানবের সাধ্য কি এরূপ পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করে ? আহা ! দেব জানি না আপনি কোন কুলকে আপনার স্বর্গীয় স্পর্শে পবিত্র করিয়াছেন জানি না কোন মহাত্মা আপনাকে পুত্রভাবে পাইরাছেন । জানি না কে সেই সত্যী স্বাক্ষা সাক্ষী যিনি আপনাকে স্বামীভাবে পাইরাছিলেন । অথবা ধন্ত সেই রমণী যিনি এই মাননীয়, প্রশংসনীয়, অনির্লঙ্ঘনীয় বিরহবাতনা আনন্দের সহিত দহু করিতেছেন । দেব ! আপনার অপরিমেয় দয়া আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্রেশের সঞ্চার করিয়া কেন ? আমি আপনার দয়ায় মুগ্ধ হইয়াছি—অন্ধ হইয়াছি—জ্ঞান হারাইয়াছি । এইরূপ চিন্তা করিতেকরিতে চাক্ষুষশীঘ্র নিদ্রিতা হইল ।

কিছুক্ষণ নিদ্রার পর সে একটি স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল । স্বপ্নটির মর্ম্মার্থ এই—

“যেন এক দিন তারি বৃষ্টি পড়ছিল । বাড়ির উঠান ভেসে গেছিল । তার যেন সেই উঠানের জলে কি হারিয়েছে । সে যেন তাই খুজতে গেল । খুঁজতে গিয়ে ডুবে গেল । যা হারিয়েছিল

তাও পাইলনা, মাঝে থেকে প্রাণ গেল। অবশেষে কোথা হ'তে কে এক জন আসিল। তা'কে তুলিল। সে বাঁচিল। তারপর “কে তুল্লে,” “কে তুল্লে” ক'রে যেন তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগিল। অবশেষে আনিতে পারিল সন্ন্যাসী তাহাকে তুলিয়াছিল। তাবপর সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভালবাসা হ'ল। সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরা করিতে লাগিল। আর যেন তাহার স্বামী তাহাতে ভারি আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন——”

স্বপ্নটি ভাবিয়া যাইলেও সে যে স্বপ্ন দেখিতেছে তাহা বুঝিতে পারে নাট। সে ভাবিতেছিল সত্য সত্যই বুঝি সে সত্যীত্বে বলাজ্ঞানি দিয়া সন্ন্যাসীর সহিত ভালবাসার পতিত হইয়াছে। তাই সে তাহার স্বপ্ন দ্বারা ভুল কানিহোয়ন।

ক্রমে স্বপ্নের যৌবন দূর হইল। সে বীভূত লাগত হইল, দেখিল, সমস্ত মিথ্যা! স্বপ্ন মাত্র! তখন সে কিঞ্চিৎ স্থির হইল। কিন্তু মনেব যে একটা গোপনযোগ তাহা তখনও যাইল না। সে এইরূপে যুক্তিসহকারে চিন্তা করিতে লাগিল।

স্বামীর নিকট গিয়াছিলাম, স্বপ্ন হৃদয়ের গুহ্যতম কথা। তবে কি আমি সন্ন্যাসীকে যান্ত্রিক হ'লবাসি? তবে কি আমি দ্বিচারিণী? নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই স্বপ্ন হৃদয়ের গুহ্যতম কথা! কিন্তু আবার তিনিই বলিতেন, “খনিতে কোনও পাতু যেনন নানা বস্তুর সহিত মিশ্রিতভাবে থাকে, স্বপ্নেও ঠিক সেইরূপ হৃদয়ের কথাটি নানা কথার সহিত মিশ্রিতভাবে থাকে, কিন্তু অপরভূক্তি রাখিয়া আসল কথাটি পৃথক করিয়া লওয়া বড় শক্ত কথা।”

আজ্ঞা! একবার ভাবিয়া দেখি দেখি সন্ন্যাসীকে ভালবাসি, কিনা? ভাল তাহাকে নিশ্চয়ই বাসি, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি

ভাবে? স্বামীভাবে? কই স্বামীভাবে, তুঁ তাঁহাকে একবারও ভাবি নাই। যতক্ষণ তাঁহার নিকটে ছিলাম তাঁহাকে কেবল দেবতা-ভাবেই ভাবিয়াছিলাম। না! স্বরণ হ'য়েছে। একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিয়াছিলাম যেন তাঁহার মুখখানি অনেকটা আমার স্বামীর মুখের মত। স্বামীভাবে ভাবিবার মধ্যে ত এই! কিন্তু ইহাতেও কি দোষ আছে? কেহ কি তাঁহার প্রিয়তম বস্তুর সাদৃশ্য অন্য কোন বস্তুতেই দেখিতে পাইবেনা! পাইবেনা যদি ত দেখান কেন? স্থল কি জলপদ্ম দেখিয়া মনে কবিত্তে পাইবে না যে তাঁহারও পদ্ম অনেকটা জলের পদ্মের মত?

তাই যদি না পাইবে তবে স্থলকে, জলের ধারে রাখ কেন?

যাক! তবে আমি সন্ন্যাসীকে ভালবাসি, সত্য। কিন্তু স্বামীভাবে নহে। স্বামীর মত হইতে পারে।

আমার মন যেন বলিতেছে আমি সন্ন্যাসীকে ভালবাসি। কিন্তু এ পোড়া জগতে ভালবাসা কি স্বামীস্ত্রীভাবে ভিন্ন আর অশ্রুভাবে হইতে পারে না? কেন, ভাইভগিনী, মাতাপিতা ইহীদের ভালবাসা কি ভালবাসা নহে?

এজগতে বাহারা কেবল স্বামীস্ত্রীভাবে ভালবাসা খোজেন, আমি বলি, তাঁহারা লম্পট এবং তাঁহাদের তৎকথিত ভালবাসা দুর্জয় পশুবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বাহাতউক আমি সন্ন্যাসীকে ভালবাসি। স্বামীভাবে নহে। পিতৃভাবে, ভ্রাতৃভাবে, অথবা অত্র কোন গুরুজন ভাবে।

এইরূপ মীমাংসার পর চারুশর্মা পুনরায় নিজা যাইল।



নবম পরিচ্ছেদ ।

অসুখ ।

দুঃখের পর যখন সুখ হয়, তখন যেন পালে পালে ঝাঁকে ঝাঁকে কোথা হইতে সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়। চারুশশীৰ মাতা সন্ন্যাসীর নিকট পঞ্চশত টাকা পাইয়াছিলেন ; আবার তাহার উপর বেনারাস হইতে পঞ্চশত টাকা আসিল। টাকার উপর টাকা। সুখের উপর সুখ। দুঃখ নষ্ট হইল বটে, কিন্তু চারুশশীৰ মনের দুঃখ কিছুই নষ্ট হইলনা, বরং বাড়িতে লাগিল। দুই চারিটি ক্ষত এক্ষণে একটিতে পরিণত হইল। তাহার সমুদয় মন এক্ষণে সেই একটির উপর পড়িল। সে দিন দিন শুকাইতে লাগিল। সদাসর্বদা সে স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল।

নয়নের অসে যাহাকে বিদায় করিয়াছ তাহাকে ফিরাইবে কেমনে ?

অহর্নিশি ভাবিয়া ভাবিয়া চারুশশীৰ অসুখ হইল। সে শয্যাগত হইল। সন্ন্যাসী তাহা শুনিলেন। তিনি আদর্শনগর হইতে বিখ্যাত ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু ভাল হইলনা ; বরং দিন দিন অসুখ বাড়িতে লাগিল। ঔষধ না খাইলে কি রোগ ভাল হয় ? চারুশশী কোন মতেই ঔষধ খাইবেনা। তাহার মনের ভাব, এই অসুখেই যেন তাহাকে মরিতে হয়, আর যেন সে না বাচে।

মাতা ঔষধ খাওয়াইবার জন্য অনেক বলিলেন, অনেক কহিলেন । কিন্তু বথা । অনেকে অনেক বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু সে তাহারও কথা শুনিল না । কোনমতেই না পাবিলে, সে বলিল “বিধবাকে কি ডাক্তারি ঔষধ পাইতে আছে ?”

কেহ তাহাকে পাবিলনা । সে ঔষধ খাইলেন । অবশেষে সম্মানীকে জানান হইল । তিনি আশ্রম হইতে আসিলেন, এবং চাকরশরীকে বুঝাইতে লাগিলেন ।

সম্মানী—তুমি ঔষধ পাননা কেন ? সত্য বলিলে, আমার মধুপে মিখা বলিচনা ।

চাকরশরী—বিধবাকে কি ডাক্তারি ঔষধ খাওয়া আছে ?

স—আছে । আমি বলিতেছি আছে, তুমি ঔষধ খাও ।

চ—তবে খাইব ।

স—এখন খাও । আমি তোমার খাওয়া দেখিয়া যাইব ।

চাকরশরী ভাবিল সম্মানীকে ঔষধ না খাওয়াইয়া যাইবেন না । তাই সে বলিল “আমি ডাক্তারি ঔষধ খাওয়াতে পারিব না—‘বড় ভেঁটা’ ।”

সম্মানী তাহাতে দীর্ঘ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—“তোমাকে ঔষধ পাইতেই হইবে” ।

এই বলিয়া তিনি নাসাকে ডাকিলেন । মাতা আসিলেন । সম্মানীকে মাফাতে সে আর কোন উৎপাত করিল না । ঔষধ খাইল ।

সম্মানী কহিলেন ;—“এই রূপ ঔষধ খাইও । তাহা না হইলে আমি জোরপূর্ব্বক খাওয়াইয়া দিয়া যাইব । আর যদি আমাকে মিছামিছি খাওয়াআনা করান ভাল হয় তবে করিও” ।

এই বলিয়া তিনি আশ্রমে ফিরিলেন ।

।চারণশী ভাবিল “কি করি,—মনে করিয়াছিলাম এই সুযোগ ছাড়িব না । এই অশ্রুধেই মরিব । কিন্তু তাহা বোধ হয় আর হইয়া উঠে না । সন্ন্যাসী স্বয়ং সে পথের কণ্টক হইয়াছেন ।”

অবশেষে সে সন্ন্যাসীকে প্রকৃত কথা বলিবে এমনত মনস্থ করিল ।

তাই সে আর ঔষধ খাইল না । সন্ন্যাসী শুনিয়া আবার আসিলেন । কিন্তু এবার ক্রিষ্ণিত ক্রুদ্ধ হইয়া আসিলেন ।

স—তোমার মনের ভাবটা কি ? তুমি কি মরিতে চাও ?

আমাকে সত্য বল ।

চা—সত্যই বলিব তাই স্থির করিয়াছি । আমাকে কোন অশ্রুধে বাঁচিতে বলেন ? আমি আজ বার বৎসর ধরিয়া যে কিপ্রকার যন্ত্রনা ভোগ করিতেছি তাহা আব কে জানিবে-ঈশ্বরই জানেন । দেব ! আপনার পায়ে ধরি আপনি আমাকে রক্ষা করুন । আর আমাকে বাঁচিতে বলিবেন না । আমি অনেক সহ্য করিয়াছি । যতদিন পারি-রাছি, সহিয়াছি । আর আমি পারিব না । আমি মরিব । আপনি বাধা দিবেন না ।

সন্ন্যাসী চারণশীর এই কাকুক্তি শ্রবণ করিয়া যেন কিঞ্চিৎ মর্ম্মাহত হইলেন । তিনি একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, এবং কহিলেন—“তুমি বাঁচিলে যদি কাহারও জীবনে—না—যদি কাহারও বিশেষ উপকার হয়, তাহা হইলে তুমি বাঁচিলে চাও কি না ?

চা—আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমা হইতে জগতের এক প্রাণিরও মঙ্গল সাধিত হইবে না । আর মা—তিনি আর কত দিন ?

ম—আমি বলিতেছি তুমি বাঁচিলে অনেক জনের অনেক উপকার হইবে । আমি তোমার গুরুজন, তুমি আমার কথা শুন ।
তুমি ওসব ছাড়িয়া দাও । ঔষধ পাও ।

চা—কমা করিবেন, আমি তাহা পারিব না ।

ম—তবে তুমি মরিতে চাও ? আচ্ছা ! মরিতে চাহিলেই কি কেহ মরিতে পারে ? হয়ত তোমার এ অসুখ আপনা-
আপনি সারিয়া যাইতে পারে ; ঔষধ না খাওয়ার কল—
কিছুদিন বেশী ভুগিবে । আর যদি ইহাতেই তোমার
ভালমন্দ কিছু হয়, তাহাও তোমার মঙ্গলের জন্ত নহে ।
তাহাতে তোমার আত্মহত্যার পাপ আছে । কিন্তু তোমার
মত প্রকৃত সত্যীর আত্মহত্যাপাপে অপরাধিনী হওয়া
বড়ই দুঃখের কথা ।

চাকরশরী কাদিতে কাদিতে কহিল—

“আত্মহত্যা করিলে নরকে যায় । তা আমি নরকে যাইব ।
আমি এ নরকের অসহ যন্ত্রণা আর সহ করিতে অপারগ ।

সন্ন্যাসীর চক্ষুদিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল । তিনি বলিলেন
“দেখ ! আমি তোমাদের কত উপকার করিয়াছি, আমার একটি
কথা রাখ, এ যাত্রা ঔষধ খাও” ।

চাকরশরী, সন্ন্যাসীর কথা রাখিবার জন্তই হউক, বা নরকের
ভয়েই হউক, সন্ন্যাসীর অনুরোধ রক্ষা করিল । সে ঔষধ খাইতে
লাগিল । কিছু দিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ
করিল ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

নিশানাথ বাবু ।

অশোকগ্রামের সকলেই পূর্বে ইহাদের মিত্র ছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ এক্ষণে শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন ! অসহায় জীলোকহুটিকে সন্ন্যাসী সাহায্য করিতেছেন দেখিয়া গ্রামের নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন । অধিকন্তু সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে ইহাদের বাড়ি আইসেন এবং এক দিন রাতে ইহারাও আশ্রমে গিয়াছিলেন, এই সকল কথা লইয়া শত্রুপক্ষেরা নানা প্রকার গল্পনা করিতে লাগিলেন । তাঁহারা এমনকি নিশানাথ-বাবুর নিকটে এই সকল কথা জানাইলেন । তাহাতে নিশানাথ-বাবুর সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৌতূহল জন্মে । উপরন্তু তিনি প্রিয় ও রামের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী অশোক-গ্রাম ক্রয় করিতে চাহেন ।

গ্রামের প্রজাগণ সকলেই নিশানাথবাবুর অত্যাচারে বিরক্ত হইয়াছিলেন । সেইজন্য মহাল বড়ই অশাসনে ছিল ! নিশানাথবাবু তজ্জন মহাল বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

বাহাউক এক্ষণে ধরিদদার উপস্থিত, তাই তিনি অদ্য সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অশোকবনে আগমন করিলেন ।

নিশানাথবাবু সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে পর, তিনি

তাঁহাব পরিচয় এবং অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন । তাঁহাতে নিশানাথবাবুর সঙ্গে যে খপর একজন ভদ্রমোক ছিলেন, তিনি কহিলেন—

“মহাশয় ! উনি অশোকগ্রামের জমিদার, এবং এই অশোক-বনও ইহারি । ইনি আদমনগরের নিশানাথবাবু” ।

সন্ন্যাসী তাহাতে জমিদারবাবুকে অভ্যর্থনা জানাইলেন । জমিদারবাবুও কোন্ লজ্জায় চুপ্ কবিতা থাকিবেন, তিনিও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন । এবং এইরূপে কথোপকথন হইতে লাগিল—

নি—মহাশয় ! আপনার নাম অনেক দিন অবধি শুনিতেছি, কিন্তু শরীর—অসুস্থতা বশতঃ এত দিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই ।

স—আপনি জমিদার, স্বয়ং আমার সন্নিহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিয়াছেন আমার পরম সৌভাগ্য ।

নি—মহাশয়, আপনার বিদায় নানা জনের নিকট নানা প্রকার জ্বলিতে পাই । আপনার প্রকৃত বৃত্তান্ত বসিয়া বাসিত করিবেন কি ?

স—মহাশয় ! আমি একজন ভদ্রসন্তান । আমার অর্থের অভাব নাই । বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আমার কয়েক লক্ষ টাকা জমা আছে । এইরূপে জীবন কাটাইতে আমার ভাল লাগে, তাই আমি এরূপ ভাবে থাকি । আমি প্রকৃতই যে একজন সন্ন্যাসী তাহা নহি ।

নি—শুনিয়াছি আপনি এ গ্রাম খরিদ করিতে চাহিয়াছেন ?

স—খরিদ করিবার এমন কোন প্রয়োজন নাই । তবে শুনিয়া-

ছিলাম আপনি এ গ্রাম আর রাখিবেন না, তাই মনে
করিয়াছিলাম আপনি বিক্রয় করিলে আমিই লইব।

নি—মহাশয় গ্রামটি বড়ই ভাল। প্রজাপণ অতি ভাল। কিন্তু
কোন বিশেষ কারণ বশতঃ মহালখানি বিক্রয় করিতে
হইতেছে। *

স—যদি নিতান্তই বিক্রয় করেন ত আমাকেই দিবেন।

নি—বিক্রয় করাই নিশ্চয়।

স—তাণ্ডা হইলে আমি লইতে চাহি। মূল্য আদি বহন।

নি—সেজ্ঞা আটকাউবে না। যেমন বাহাতে লইয়াছিলাম
তাহাই দিবেন।

—সন্ন্যাসী তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। লেখাপড়া ইত্যাদি
কার্য্য রাম ও প্রিয়র দ্বারা আদর্শনপথে দেখাইলেন।

সন্ন্যাসী অশোকগ্রাম ক্রয় করিলেন। কিন্তু নিজ নামে নহে।
চাক্ষুশীর নামে। প্রিয় ও রামকে কন্ঠচারীপদে নিযুক্ত
করিলেন।

পাঠকগণ! সন্ন্যাসীর নামে বিস্তৃত হইবেন না। কাহার মনে
কি আছে কে বলিতে পারে? সন্ন্যাসীরা হরত ইত্যাদি কিছু স্বার্থ
থাকিতে পারে। তাহার মনের কথা ভ মরা কিরূপে জানিব।

বাহাউক এইরূপে সন্ন্যাসীকে দিয়া চাক্ষুশীদের অবস্থা
কিরিল। চাক্ষুশী গ্রামের জমিদার হইল।

পাঠকগণ অবশ্য বুঝিয়াছেন নিশানাথ বাবু কেন মহাল বিক্রয় করিতেছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

সত্য ।

চারুশশী কখন একলা থাকে, সন্ন্যাসী কয় দিন ধরিয়া এই
স্বপ্নোগ খুজিতেছিলেন । কেন খুজিতে ছিলেন সন্ন্যাসীই বলিতে
পাবেন ।

যাহা হউক অন্য চারুশশীর মাতা স্নানার্থে বহির্গত হইয়াছেন ।
বাটির মধ্যে আর কেহ নাই । কেবল চারুশশী একাকিনী বসিয়া
আছে ।

সন্ন্যাসী বাটি প্রবেশ করিলেন ।

সন্ন্যাসী এমন মধ্যে মধ্যে ইহাদের বাটি ঘাইতেন । কিন্তু
নূতন কথা এই, অন্য তিনি সকালে আসিয়াছেন ।

স—চারুশশী ! আমি তোমাদের বড় উপকার করিলাম, আমার
একটি কথা আছে তাই আজ এই অল্পকাল আসিয়াছি ।

চা—কি কথা ? বলুন ।

স—শুধিবে কি না আগে বল ।

চা—বলুন । সাধ্যমত চেষ্টা করিব অসাধ্য হইলে ক্ষমা করিবেন ।

স—সে কি চাক ! আমি তোমাদের এত উপকার করিলাম তুমি
কি না মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলে না “রাখিব” ! মনে
করিয়াছ না জানি কি চাহিয়া বসিবে । তুমি বেশ, তোমার
কিছুই দোষ নাই । দোষ এই জগতের ।

চাকরশী কিকিং লজ্জিত হইয়া কহিল “দেব ! ক্ষমা করিবেন, কি বলিতে কি বলিয়াছি। আপনি বসুন, আপনার কথা নিশ্চয় রাখিব।”

স—রাখিবে ত ?

চা—রাখিব। রাখিব। রাখিব।

স—চাকরশী ! তুমি আমার বদচাকরশী। প্রিয়ে ! আমি সন্ন্যাসী নহি, আমি তোমার কৃত সন্ন্যাসী গাজিয়াছি মাত্র। তোমার প্রেমে পাগল, তোমার সুখে সুখী, তোমার চুখে চুখী, তুমি তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই। প্রিয়ে আর আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না, ভালবাসা স্বীকার করিয়া আমাকে অভয় দাও।

চাকরশী এই কথা শুনিয়া দ্রবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল “আপনি আমার সঙ্গে চলনা করিতেছেন। এক্ষণ চলনাও আমি ভালবাসিনা। আমাকে বিদায় দিন।”

এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছে এমন সময়ে সন্ন্যাসী তাহাকে বনপূর্বক জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার মুখচুম্বন করিল, এবং কহিল “চলনা কিছুমাত্র নহে প্রিয়ে, সমস্তই সত্য।”

ইহাতে চাকরশী যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইল। তাহার চক্ষুধর বস্ত্রবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং অলিতে লাগিল।

সে কিছুক্ষণের জন্ত নিস্তব্ধ রহিল। বোধ হইল যেন সত্যকোপানল এবং হরকোপানল একত্রিত হইতেছে, অচিরে পৃথিবী ছাড়খার হইয়া যাইবে ; অথবা এই অবসর যেন জ্যা-জ্যাকর্ষণ, অবিলম্বে বাণ চ্যুত হইবে ; অথবা ইহা কোন প্রবল ঝটিকার পূর্বনিমিত্ততা।

চাকরশশী উচ্চৈশ্বরে কহিতে লাগিল—

“ রে ছরাচার ! তুই সন্ন্যাসীর ছলে জগত মজাইবার ইচ্ছা করিয়াছিস । সুন্দর ফুলের মধ্যে লুকায়িত কীট হইয়া অলক্ষিত-ভাবে অবস্থান করিতেছিস । মনে কারিস্ না দয়া দেখাইয়া আমাকে তোর উপদ্রবী বা ভৈরবী করিবি । তোর দয়া সমস্ত ফিরাইয়া নে । আমাদের যেমন দুঃখ ছিল তাহাই হউক, তত্রাপি চাকরশশী বিচারিণী হইবে না । রে পাপাত্মা তুই যেমন আমাকে বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিয়াছিস আমি অভিলাপ দিতেছি— আমি যদি সত্যী হই, স্বামীর চরণে যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে এই সমস্ত লোক সাক্ষী, অচিরে তোর যেন মহাবিপদ উপস্থিত হয় । তোর যেন মহাশুষ্ক নিপাত হয় । জীবনে তুই যেন আর সুখ না পাস্ ।

চাকরশশীর উচ্চকণ্ঠ নিকটস্থিত লোকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া-
ছিল । সকলেই যথাসময়ে গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন ।
ষাছাউক সকলেই সন্ন্যাসীর কীর্ত্তি অবগত হইলেন । কেহ কেহ
সন্ন্যাসীকে প্রহার কবিবার উদ্যোগ করিলেন । কিন্তু চাকরশশী
তাহাদিগকে বারণ করিল । সন্ন্যাসীরা ধীরে ধীরে পলায়ন
করিলেন ।



দ্বিতীয় খণ্ড



"Hark to the hurried question of despair . where
is my child ?—an Echo answers— 'where' ? "

— *Byron, The Bride of Abydos.*



শাগ-প্রিশোধ ।



দ্বিতীয় খণ্ড ।



প্রথম পরিচ্ছেদ



গ্রেপ্তার ।

সতীর শাপ সঙ্গে সঙ্গে ফলিল । সন্ন্যাসী পদধিনেই এক ঘোর বিপদে পতিত হইলেন । ইষ্ঠাৎ এক জন ডিটেক্টিভ্ করেকজন পুলিশ সহ তাঁহাকে এবং তাঁহার লোকদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিলেন । সন্ন্যাসী অবাক হইলেন । তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কর্কশ-স্বরে ইন্সপেক্টর উত্তর কবিলেন, “তোমাদের উপর আমার সন্দেহ হইয়াছে ।” সন্ন্যাসী বলিলেন “বহৎ আচ্ছা ।”

তাহারপর সন্ন্যাসী দুইখানি পত্র লিখিয়া উপস্থিত একটি লোককে দিলেন, এবং তাহাকে বলিয়া দিগেন “এই দুইখানি পত্র প্রিয় ভিন্ন আর কাহাকেও বেন দেওয়া না হয়।”

সন্ন্যাসী ঐ লোকটিব অনেক উপকার করিয়াছিলেন, লোকটি পত্র দুইখানি লইয়া প্রিয়র নিকট যাইল।

পুলিস আশ্রম অনুসন্ধান করিয়া কেবল একখানি ডায়েরী, তাহাতে অশোকবনে যাত্রা যাত্রা খট্টিয়াছি তাহাই লিখিত আছে, এক খানি জমাখরচের খাতা, আর কতকগুলি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের চেক প্রাপ্ত হইলেন। বাহাউক পুলিস সমস্ত সদরে চালান করিলেন।

সন্ন্যাসী সদরে চালান হইলেন।

তাহার গ্রেপ্তারখবর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে বড়িত হইল। কেহ নগিতে লাগিল “যেমন্ বদমায়েস্ তেমনি চট্টয়াছে”। কেহ কেহ বা সন্ন্যাসীর দয়ার উল্লেখ করিয়া কহিতে লাগিল। কেহ বা সন্ন্যাসীর নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী সদরে আনীত হইলেন।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন “আমি কোনও উত্তর দিতে চাহিনা এবং দিবনা, আমি কোন স্থানে টেলিগ্রাফ করিতে ইচ্ছা করি। সেই টেলিগ্রাফের উত্তর আসিলেই আপনারা আমার বিষয় সমস্ত অবগত হইবেন, এবং আমাকে নির্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দিবেন। মোটে দুইমাস হইল আমি সন্ন্যাসী সাজিয়াছি। আমার এপ্রকার প্রচ্ছন্নভাবে থাকার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে চাহিনা।”

সন্ন্যাসীর প্রার্থনা ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরকে জানান হইল । ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাতে সম্মতি দান করিলেন । টেলিগ্রাফ করা হইল ।

সন্ন্যাসী ইতিপূর্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার উপর কোন খুনের সন্দেহ হইয়াছে । তাই তিনি ইন্সপেক্টর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কোন অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ?

গ্রেপ্তারকারী উত্তর করিলেন “তাঁহার উপর খুনের সন্দেহ হইয়াছে ।” সন্ন্যাসী তাহাতে কহিলেন “সে কি প্রকার ?”

গ্রেপ্তারকারী কহিতে লাগিলেন—“এক ভাট বৎসর হইল গৌরপুত্রের মশা হইল। তাহার নিশিষ্ঠ বিবাহের সাত দিবস পূর্বে একজন দুবক কর্তৃক হত হন । এক দশ বৎসর পলায়ন করে । রাত্রি প্রভাত হইলে ছদ্মাকারে ভ্রমণে প্রাণী যায় ।

আপনার সহিত সেই হত্যাকারীর অনেক মিলন থাকায় আপনাকে সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ।”

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে কহিলেন “তাহার আর কিছুমাত্র চিন্তা করি না, টেলিগ্রামের উত্তর আসিলেই আপনার আমার বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন ।”

তাহারপর সন্ন্যাসী ঘটনাটি সবকে জিজ্ঞাসা করিলে, গ্রেপ্তারকারী কহিতে লাগিলেন—“৩৭পরে নানাদেশ, পক্ষত, জঙ্গল, প্রভৃতি অরুসন্ধান করা হয়, কিন্তু কিছুতেই সন্ন্যাসীর সন্ধান হইল না । সেই অরুসন্ধান এখনও লুপ্ত আছে । এখনও তাহা চলিতেছে । আপনাকে সেই হত্যাকারী সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ।

সন্ন্যাসী পুনরায় কহিলেন, “ভবিষ্যে আমার কোন চিন্তা নাই।
মে ব্যক্তি কেন হত্যা করিয়াছিল ?”

শ্রেণ্ডারকারী কহিতে লাগিলেন—

“মহারাজা বাহাদুর যে বালিকাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা
করিয়াছিলেন, এবং বাহাদুর স্থিরও হইয়াছিল, হত্যাকারী সেই
বালিকার বালাসখা, এবং আবাল নিকটস্থানী। হত্যাকারীর
সঙ্গে বালিকার বিবাহ হইবে এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু মহারাজা
বাহাদুর বালিকার কপে মুগ্ধ হইয়া তাকে বিবাহ করিতে চাহেন।
এই বিবাহে বালিকার কিছুমাত্র সন্ত ছিলনা বরং সম্পূর্ণ অমতই
ছিল। কিন্তু বালিকার পিতা মাতা অর্থের লোভে মহারাজার
প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। বিবাহের নিমিত্ত বালিকাকে গৌরপুর
লইয়া যাওয়া হয় এবং একটি ভিন্ন বাড়িতে রাখা হয়। বালিকা
কিন্তু সদাসর্বদা কঁাদিতে থাকে। তাহাতে মহারাজা বালিকার
মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি সেই যুবককে ডাকাইলেন,
এবং বালিকা যেন আর না কাঁদে ও তাঁহাৎ প্রতি মন স্থির করে
এমত শিক্ষা দিতে আজ্ঞা করিলেন। যুবক তাহাতে বালিকার
বাড়ি গমনাগমন আবৃত্ত করিয়া। যুবকের ইচ্ছা ছিল বালিকাকে
কোন প্রকারে লইয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু রাজার সাবধানতায়
তাহা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে কোনও উপায় নাই
এবং বিবাহের দিন আগত দেখিয়া এক দিন রাত্রে ঐ সকল
কথা জানাইবার ছলে আসিয়া মহারাজার সহিত গোপনে একটি
কক্ষে পরামর্শ করিতে থাকে, এবং মহারাজাকে হত্যা করিয়া
পলায়ন করে। আপনাকে সেই গৌরপুরের হত্যাকারী সন্দেহে
শ্রেণ্ডার করা হইয়াছে”।

সন্ন্যাসী পুনরায় কহিলেন “ তদ্বিবরে আমি কিছুমাত্র চিন্তা করি না ”

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় টেলিগ্রামের উত্তর আসিল । ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর লিখিয়া পাঠাইলেন—“যাহা উত্তর পাইরাছি তাহাতে জানা যাইতেছে আপনি তিন বৎসর পূর্বে চারি বৎসর জয়পুর রাজশ্রেণীতে কার্য্য করিতেন । কিন্তু ইহাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না । এই মন্তবৎসর পূর্বে কোথায় ছিলেন, কি বৃত্তান্ত, সমস্ত জানাইতে পারিলে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে । নতুবা আপনার বিচার হইবে । এক্ষণে আপনার বিচার না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না ।”

সন্ন্যাসী ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞানুযায়ী জেলে থাকিলেন । লোকহুইটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কারণ সন্ন্যাসী তাহাদিগকে কার্য্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আশঙ্কা ।

সন্ন্যাসী ভাবিতে লাগিলেন—এক্ষণে উদ্ধারের উপায় কি ?
যখন হত্যাকাণ্ডের সহিত তাঁহার অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে,
তখন অনায়াসেই গৌরপুরেব লোকেরা তাঁহাকেই হত্যাকারী
বলিয়া সনাক্ত করিবে। তাহাহইলেই জীবনের অন্ত।
এক্ষণে উপায় কি ?

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিলেন তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত
সমস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে লিখিয়া পাঠাইবেন। এইরূপ
মনস্থ করিয়া তিনি লিখিলেন—

“মহাশয় সাত বৎসরের পক্ষের বৃত্তান্ত এবং আমার বর্তমান
অবস্থা জানাইতেছি—

ষাট বৎসর পূর্বে আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া যাই। প্রথমে
কান্দ্রীয়ে দুই বৎসর থাকি। তৎপরে তিন বৎসর করিয়ার
হিমালয় প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে থাকি। এক দিন এক সাহেব,
রাজপুতানার একজন প্রধান ইংরাজ কর্মচারী, জেনারেল
লকেরার, বোধ হয় তাঁহাকে জানিতে পারেন, হিমালয় পর্বতে
আমার সহিত আলাপ করেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া তিনি
আমাকে সঙ্গে লইয়া রাজপুতানায় প্রত্যাগমন করেন।
তাহারপর জয়পুর রাজ্যে আমার একটি উচ্চপদ করিয়া
দেন। আমি সেইখানেই চারিবৎসর থাকি, এবং কিছু অর্থ

সংগ্রহ করি । পরে ঐ কার্য ছাড়িয়া দিয়া কমিসিয়নেটে কার্য করিতে থাকি । সীমান্ত যুদ্ধের সময় আমি বিশেষ পটুতা এবং দক্ষতার সহিত সৈন্তগণের রসদ যোগাইয়াছিলাম । তাহাতে মহারাণী সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কয়েক লক্ষ টাকা পুরস্কার করিয়াছেন । আমার নাম প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, দুইমাস হইল আমি এ দেশে আসিয়াছি । আমার এরূপ প্রচুরভাবে থাকার কোন বিশেষ কারণ আছে, তাহা আপনাদের জানার কোন দরকার দেখি না । যদি নিতান্তই প্রকাশ করিতে হয় অবশেষে তাহা করিব ।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর উত্তর করিলেন—

“এ সকল কথা বিচারকালে বিবেচনা করা যাইবে । এক্ষণে আপনাকে গৌরপুর যাইতে হইবে ।”

এইরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামত তিনি গৌরপুরে চালান হইলেন ।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।



নলিনী ।

গৌরপুরের রাজবাটিতে খবর হইয়াছে “হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে, এবং তাহাকে গৌরপুর চালান করা হইল।”

রাজবাটিতে মহা আন্দোলন উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে মহা ক্রন্দন রোল উঠিল। গৌরপুরনিবাসীরা ভাবিল রাজবাটিতে আবার কোন্ নূতন বিপদ ঘটিয়াছে। তাহারা রাজবাটিরদিকে ছুটিল। ক্রমে সকলে ব্যাপান জানিতে পারিল।

রাজবাটির খবর সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ পল্লী দক্ষিণপাড়ায় পহঁছিল।

সকলে কহিতে লাগিল “নরেন্দ্র এত দিন পরে ধরা পড়িল।”

নলিনীও এই খবর শুনিла। তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে লোকজনের সম্মুখে থাকিতে পারিল না। সে আহত পশুর গহ্বরপ্রবেশজ্ঞার গৃহে প্রবেশ করিল।

পাঠকগণ ! আসুন এই রমণীর পরিণাম কি হইল দেখিগে।

বিকাল বেলা। বাটিতে কেহ নাই। নলিনী একাকিনী। এক খানি ছুরিকা হস্তে আত্মহত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা একটি কক্ষে প্রবেশপূর্বক দ্বাররুদ্ধ করিল। মৃত্যুচিন্তা তাহাকে এইরূপে কাঁপাইতে থাকিল।

একপে একাকী ! নিকটে কেহ নাই ! নরেন্দ্র ধরা পড়িয়াছে ! নিশ্চয় কাঁসি দণ্ড হইবে। বেশ !

কাসি ! তার কাসি ! বার জন্য মহারাজা পায়ে ঠেলে
কেলিলাম—বার জন্ত আবার বৈধব্য অনার্য্যাসে সহ্য করিলাম—
বার জন্ত পতি যে কি বস্তু জানিলাম না—তার কাসি !

উঃ কাসি ! কি ভয়ানক !—গলার দড়ি লাগাইয়া বুলাইয়া
বেওয়া—উকুমুরি লাগিয়া মরিয়া যাওয়া—জলের মধ্যে মরার
মত—কি ভয়ানক !

আমার বড় ভয় হচ্ছে—আমার সমস্ত শরীর শিহরিছে—
আমি আর একলা থাকিতে পারিব না, ছার খুলি। আমার
বড় ভয় হচ্ছে !—

ভয়—কিসের ভয় ? মরিবার ভয় ?

সে মরিবে—কাসিতে অব্যক্ত কষ্ট পাইয়া মরিবে—তাহা
অপেক্ষা ?

সে কথা নিশ্চয়, এবং ফিরিবার নয় ইহা জানা অপেক্ষা ?
কখনই না।

আমি ভয় করি না। যুহু ! তুমি আমার সাহস, প্রাণনাথ !
তুমি আমার আশা।

একি ! ছুরি প'ড়ে গেল যে ! ওকি ! তার কণ্ঠস্বর !—
করণ কাকুতি ! কেবল আমাকে ডাকিতেছে—নলিনি ! নলিনি !
নলিনি !—

ঐ সে আবার ডাকছে—আমি বাই।

কোথায় যাচ্ছি ? কই কেহইত ডাকে নাই।

ওকে ? তুমি ! তুমি ! তোমার এত পরিবর্তন !

গলার কি ? ওহা কাসি ! আর না—তবে আর না।

এই বলিয়া ছুরিকা উত্তোলন পূর্বক বকে আঘাত করিল।

নলিনী ভূতলে পতিতা হইল, এবং একটু চীৎকার করিল। নিকটস্থ লোকেরা চীৎকার শুনিয়া, দৌড়িয়া ঐ বাটি প্রবেশ করিল।

অমুসন্ধান করিয়া দেখিল, একটি কক্ষ দ্বারদ্ধ — ভিতরে কে গৌঁ গৌঁ করিতেছে। দ্বার ভাঙ্গা হইল। দেখা গেল কক্ষ মধ্যে ছুরিকাঘাতা নলিনী ভূমে শায়িতা। দেখিতে দেখিতে নলিনীর প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। হতভাগিনী মাতা মৃত্যু নলিনীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠকগণ! নলিনীর জীবনে সুখের কনিকামাত্র আশা নাই। সে বিবাহ করে নাই, নরেন্দ্রকে সে মনে মনে ভাল বাসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে পাওয়াই তাহার জীবনের আশা। কিন্তু নরেন্দ্রকে পাওয়া অসম্ভব। সে একজন হত্যাকারী। অতএব নলিনীর মৃত্যুই প্রেয়। কিন্তু দুঃখের কথা এই তাহাকে আত্মহত্যা করিতে হইল, স্বাভাবিক মৃত্যু বিধাতা তাহাকে দিলেন না।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

স্বামী কালিকানন্দ ।

সন্ন্যাসীকে গৌরপুর লইয়া যাওয়া হইলে, রাজবাটীর এবং নগরস্থ লোকেরা তাঁহাকেই হত্যাকারী নরেন্দ্র বলিয়া সনাক্ত করিলেন । দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল গৌরপুত্রের হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে । অশোকগ্রাম নামক একটি গ্রামের নিকটস্থ অশোকবনে তিনি সন্ন্যাসীবেশে ছিলেন । দেশের কাহারও তাহা জ্ঞানিতে বাকি রহিল না । সঙ্গে সঙ্গে নলিনীর আত্মহত্যা-সংবাদও রাষ্ট্র হইল ।

সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসীদিগের খবর রাখিয়া থাকেন । বিশেষতঃ অশোকবনের নূতন চরিত্রের সন্ন্যাসীর কথা সকলেই অবগত ছিলেন । ৬ কাশীধামে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী থাকেন, এবং নিকটস্থ মার্কাণ্ডেশ্বর পর্বতেও বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী থাকেন । এক জন সন্ন্যাসী কাশীতে আসিয়া গুনিলেন—অশোকবনের সন্ন্যাসী এক জন ছদ্মবেশী হত্যাকারী, গৌরপুরের মহারাজাকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন । এবং নলিনী নাম্নী যে রমণীর জন্ত এই ঘটনা হয়, সেও তাঁহার ধৃত সংবাদ পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে । রমণী কাহাকেও বিবাহ করে নাই ।

সন্ন্যাসী এই সংবাদ শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ মর্দ্বাহত হইয়া ফিরিলেন ।

মার্কণ্ডেয়ধর পর্বত — রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গগন মেঘাচ্ছন্ন। চতুর্দিক অন্ধকার। পৃথিবী একটি শূন্য ভৌতিক গৃহের দ্বার নিস্তব্ধ ও গম্ভীর। কেবল মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞান চমকিতেছে, এবং গুড়ু গুড়ু, মেঘগর্জন হইতেছে। এই ভীষণ সময়ে স্বামী কালিকানন্দ একাকী পর্বতের প্রান্তর দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একটি গম্ভীর বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এবং গাহিতে লাগিলেন—

১।

“ বাহিয়ে ঈধু বহুদিন, আশা তোমারি বাহিয়া,
জঙ্গল, জঙ্গম, গিবি-গর্ভ, গৃহ ছারিয়া ॥
কত কালরাতি মরনে গেছে মাঝিয়া,
আশা তুঁহ মিলে, ঈতু হৃদয়ে ধরিয়া ॥

২।

আজ মোর শেষ নিশা ঘোরঘনঅমা—
চন্দ্রমা তাবকা নাচি কোতো মিলে, আলোক
বিলোপ, তিমিরময় চতুর্দিক শূন্য ঘোরে,—
যব্ সো চলে যথা তাহে জীবন রাখে ॥

গীত সাম্প্রদ হইলে সন্ন্যাসী চিন্তা করিতে লাগিলেন।—
হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে — আশ্চর্য্য কথা! গৌরপুরের
হত্যাকারীকে ধরে এমন পুলিশ এখনও হয় নাই।

গৌরপুরের হত্যাকারী স্বামী কালিকানন্দ, এখনও জীবিত।
এত দিন কেহই ধরিতে পারে নাই। কিন্তু এইবার ধরা দিব।
যত দিন একটু পর্য্যন্ত আশা ছিল তত দিন ধরা দিই নাই।

একশ্রেণী আশা সব চূড়ান্ত গিয়াছে—নলিনী আত্মহত্যা করিয়াছে । আর কি ! আশা ত সব মিটিয়াছে । এইবার ধরা দিব । আহা, নলিনী তুমি বিবাহ কর নাই ! অনায়াসে আবাহনবৈধব্য স্বীকার করিয়াছ । ধন্য প্রেম তোমার, প্রিয়ে । জানি না পূর্ব-জন্মের কোন মহাপাপের ফলে আনাদের এ জন্মে মিলন হইল না ।

এ জন্ম ত এইরূপে গেল । জানি না পর জন্মেই বা কি হইবে । বাহাইউক এ জন্মে একটু পরোক্ষকার করা বাড়ুক । অশোকবনের নিবসরাধী সন্ন্যাসীকে হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিয়াছে । অচিরে তাঁহার জাসি দণ্ড হইবে । সেই নিদোষী সাধুব প্রাণরক্ষা করিতেই হইবে । এখনি গৌরপুর যাত্রা করিব । তথায় গিয়া নিজকে ধরা দিব, এবং সাধুর প্রাণ রক্ষা করিব । ”

* এইরূপ স্থির করিয়া স্বামী কালিকানন্দ তৎক্ষণাৎ গৌরপুর যাত্রা করিলেন ।

গৌরপুরের জেলে অশোকবনের সন্ন্যাসী হত্যাকারী বলিয়া আবদ্ধ আছেন ।

তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন—“তবে আর উদ্দেশ্য গোপন বাধা হইল না । গোপন রাখিতে গেলে প্রাণঘাইবে—জাসি দণ্ড হইবে । ”

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সমস্ত প্রকাশ করিয়া খালাস পাইবার মানস করিলেন ।

পর দিন শুনা গেল আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া কোটে হাজির হইয়াছেন, এবং নিজকে প্রকৃত হত্যাকারী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন । তিনি বলিতেছেন যে তিনিই প্রকৃত হত্যাকারী ;

গৌরপুরের হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া, তাঁহার স্থানে কোন নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবে ভাবিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন ।

যাহাউক দুইজন সন্ন্যাসীকেই রাজবাটিতে হাজির করা হইল । সকলে স্বামী কাদিকাননকেই প্রকৃত হত্যাকারী স্থির করিলেন । অশোকবনের সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল ।

সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ বেনারস যাত্রা করিলেন ।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

সন্ন্যাসী প্রমথনাথ ।

পাঠগণ ! সন্ন্যাসী ত মুক্ত হইলেন, এক্ষণে আত্মন অশোক গ্রামে সেই পত্র দুইখানির মধ্য অবগত হইগে ।

সন্ন্যাসী যে পত্র দুইখানি দিয়াছিলেন, প্রিয় তাহা দখল-সময়ে পান নাই, কারণ সন্ন্যাসীর গোপ্যাবদান তিনি বাটিতে ছিলেন না । পত্র দুইখানি তিন পর দিন পাইয়াছিলেন ।

পত্র দুইখানি মধ্যে, একখানি প্রিয়র নামে লিখিত, অপরা-খানি চাক্ষুশীর নামে লিখিত ।

প্রিয়র পত্রখানি এই—

প্রিয় প্রিয় !

আশ্চর্য্যাবহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিও না, তাহাহইলে সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হইবেন, এবং বিশেষ ক্ষতিব-সম্ভাবনা । আমি সন্ন্যাসী নহি, আমি তোমাদের প্রমথনাথ—ষাদশ বৎসর পূর্বে যিনি বেনারসে গিয়া মরিয়াছিলেন । আমার কলেরাও হয় নাই, আমি মরিও নাই । আমি মৃত্যুহলে অর্থের জন্য উদ্ধার হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি । যাহা-ইউক আমার জন্য কোনও চিন্তা করিও না । আমি আত্ম-পরিচয় দিলেই মুক্তি পাইব । আমি নীত্বই কিরিয়া আনিতেছি, কোনও চিন্তা করিও না । সাক্ষাতে সমস্ত অবগত হইবে ।

আমি যত দিন মুক্ত না হই তত দিন এ কথা গোপন রাখিবে । মুক্তি পাইলেই আমি তোমাকে টেলিগ্রাফ করিব । চাককেও এখন পত্র দিও না । টেলিগ্রাফ পাইলে পত্র দিবে । উঁহাদের যেন কোনওরূপ কষ্ট না হয় তাহা দেখিবে ।

বিশ্বাস করিও আমি প্রমথনাথ — ইতি ।

তোমাদের শ্রীপ্রমথনাথ

প্রিয় পত্র পাঠ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন । কিন্তু আজ্ঞামত এত দিন এ কথা প্রকাশ করেন নাই । কেবল মধ্যে মধ্যে চাক্রশরী এবং তাহার মাতাকে বলিতেন “আপনাদের আর কোনও কষ্ট নাই, অতিশীঘ্র একটি অত্যশ্চর্য্য সুখবর জানাইব” । চাক্রশরী ও মাতা প্রিয়র কথায় হাঁসিতেন এবং বলিতেন “কি এমন সুখবর আছে ?”

যাহাহউক অদ্য প্রিয় টেলিগ্রাম পাইলেন । তাহার মর্ম্মার্থ এই—

“আমি মুক্তি পাইয়াছি । তুমি পত্রখানি চাককে দিবে । এবং আমার কথা জানাইবে । আমি এক্ষণে বেনারস চলিলাম । সেখানে দিন করেক হইবে । পরে তথায় বাহিব ।”—

প্রিয় টেলিগ্রাম পাইয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন । এবং তৎক্ষণাৎ চাক্রশরীর পত্রখানি লইয়া, তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়াই তিনি চাক্রশরীর মাতাকে কহিলেন “আপনাদিগকে সেই প্রত্যহকথিত সুসংবাদ অদ্য জানাইব—

“মহাসুখের সংবাদ — এমন দেখা যায়না—মৃতসন্তান পাওয়ার মত ।”

চাক্রশরীর মাতা ডাবিলেন—সংসারে অসম্ভবই বা কি ?

ধাকিতে পারে কোন স্থূথের সংবাদ । তাই তিনি আগ্রহের সহিত প্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন “ কি খবর প্রিয় ? ”

প্রিয় কহিলেন—

“আনন্দে উত্তলা হইয়া যেন কোন অনিষ্ট না ঘটান—
অশোকবনের সেই সন্ন্যাসী আমাদের প্রমথনাথ ।”

মাতা অমনি কাদিতে লাগিলেন । চাক্ষুশী শিহরিল । সে প্রিয়র সম্মুখে ধাকিতে পারিল না—একটি কক্ষে প্রবেশ করিল । প্রিয় মাতাকে বলিলেন “ ক্রন্দন থামান, অগ্রে সমস্ত শুহুন, তাহারপর বাহা হয় করিবেন ” ।

মাতা চক্ষু মুছিয়া অশ্রু সঞ্চার করিলেন, এবং প্রিয়র কথা শুনিতে লাগিলেন ।

প্রিয় কহিলেন “আমি বাহা বলি চূপ করিয়া শুনিয়া যান—

এ খবর তিনি গ্রেপ্তারদিনেই একজন লোক মারফৎ এখকানি পত্রে আমার নিকট পাঠান । ঐ পত্রে তিনি আমাকে এ বিষয় গোপন রাখিতে লিখিয়াছিলেন । তাই আমি এতদিন প্রকাশ করি নাই । অদ্য তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়াছি—তিনি মুক্তি পাইয়াছেন, এবং ঐ পত্রে বেনারস গিয়াছেন ; শীঘ্রই এখানে আসিবেন, চিন্তা করিবেন না ।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন “তাহাতে আর কি লিখিয়াছিলেন ?”
প্রিয় উত্তর করিলেন—“আর লিখিয়াছেন যে তাঁহার বিষয় সমস্ত সাক্ষাতে অবগত হইবেন, আর চাক্ষুকেও একখানি পত্র দিয়াছিলেন, এই সেই পত্র, তাহাকে দিবেন । তিনি এতদিন দিতে নিবেধ করিয়াছিলেন তাই দিই নাই ।”

মাতা প্রিয়কেই পত্রখানি পড়িতে বলিলেন ।

প্রিয় কহিলেন “না—সেটা ভাল হয় না, চাকুই পড়িবে ।”

মাতা প্রিয়কে কহিলেন—“প্রিয় ! তোমার নামটিও যেমন, তুমিও তেমনি । তুমি স্বর্গের দূত—সুসংবাদ জানান, উপকার করা, পরের হুঃখে কাতর হওয়া, এবং তাহা মোচন করিবার চেষ্টা করা তিন্ন তুমি আর জান না—তুমি যেন এ দেশের স্বজন নও । বাহাঃউক প্রিয় ! তোমাকে ইহার পুরস্কার কি দিব, এ জগতে ইহার পুরস্কার নাই । আজ হইতে আমি তোমাকে আমার প্রমথর মত দেখিব ।

এক কথা হইয়া গেল, কিন্তু চাকুশী কিছু শুনিল কি ?

সে কিছুই শুনে নাই । সে চেতনামৃত, আত্মহারা, মগ্ন । সন্ন্যাসী প্রমথনাথ, এই কথা শুনিবামাত্র তাহার শরীরে যেন একটি তাড়িত চলিয়া গিয়াছিল । সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া গুইয়া পড়িয়াছিল, এবং অশ্রুধারা জলপ্রপাতের ত্যায় তাহার গাল বহিয়া কক্ষ ভাসাইয়াছিল । এখন সে আত্মহারা, চেতনামৃত এবং ভ্রমে শায়িতা ।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাতা দেখিলেন—চাকু মেজের উপর গুইয়া আছে, তাহার ক্রম্বয় কুঞ্চিত, যেন সে দ্বন্দ্বলো কি দর্শন করিতেছে, আর তাহার পরিধানবস্ত্র সমস্ত চক্ষের জলে ভিজিয়া গিয়াছে ।

মাতা চাকুকে উঠাইলেন, এবং কহিলেন—“ভাবিস্ না, তিনি মুক্তি পাইয়াছেন, ঐ পথে কাশী গিয়াছেন, শীঘ্রই আসিবেন—প্রিয়র নিকট টেলিগ্রাম আসিয়াছে । আর তোর এই পত্র আছে, নে ।”

চাক্ষুশী পত্রখানি লইয়া পার্শ্বে রাখিয়া দিল । তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না—তাহার মস্তক টন্ টন্ করিতেছে, চক্ষু কন্ কন্ করিতেছে—তাহার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ।

মাতা চাককে উঠাইয়া বাহিরে আনিলেন ।

প্রিয় কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইলেন ।

মাতা তাঁহাকে পুনরায় অপর সময় আসিতে বলিলেন ।

কিছুক্ষণ বাহিরে থাকিয়া চাক্ষুশী কিছুক্ষণ স্থির হইল । পরে সে পত্রখানি পাঠ করিবার জন্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল । পত্র পাঠ করিতে লাগিল । পত্রখানি এই—

চাক !

তুমি প্রকৃতই সেই সন্ন্যাসীর অন্তঃশয়ী, সন্ন্যাসী তোমারি প্রাণনাথ—প্রমথনাথ । আমি তোমার সত্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, এবং দেশের অবস্থা জানিবার জন্য অশোকবনে সন্ন্যাসী-বেশে ছিলাম । তোমার তুলনারহিত প্রকৃত সত্য দেখিয়া বার-পরনাই আনন্দিত হইয়াছি । শ্রীতে ! তোমাকে যে সকল অস্ত্রার কষ্ট দিয়াছি তাহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিও । আমি এক্ষণে বেনারস যাইব, তৎপরে অশোকগ্রাম যাইব, কোনও চিন্তা করিও না । সাক্ষাতে সমস্ত জানিবে ।

তোমার পুনঃপ্রাপ্ত প্রমথ ।

চাক্ষুশী পত্র পাঠ করিয়া একটু কাঁদিল এবং মনে মনে হৃৎকরিতে লাগিল যে, সে সন্ন্যাসীবেশধারী তাহার প্রতি কত তুচ্ছ নীচ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, এবং কত শাপশাপান্ত করিয়াছে । কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল যে ঐ সকল করা তাহার অন্যায় হয়, ক্রাই, বরং না করাই অন্যায় হইত । বাহাউক

কিছুক্ষণ পরে সে প্রথমনার্থকে একখানি পত্র লিখিল ।
পত্রখানি এই—

প্রানর্গাথ

দাসী ধরায় স্বর্গের সুখ পাইল । অজ্ঞানে
তোমার প্রতি যে সকল নীচ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি তাহার
জন্ত দাসীকে মার্জনা করিবে । আমি তোমার জন্য বড় উদ্বিগ্ন
হইয়াছি ।

শীঘ্র আসিবে ।

তোমার চাকর ।

চাকরশী পত্র লিখিল । হির হইল । সে সন্ন্যাসীর কথা
একটি একটি করিয়া ভাবিতে লাগিল । সে এই সকল
চিন্তা লইয়া বড়ই আনন্দে থাকিল । তাহার ততদূর উদ্বিগ্নতা
হইল না । সে পরম সুখে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে
লাগিল ।



ষষ্ঠ পারচ্ছেদ

কৃত্য ও অকৃত্য ।

পাঠকগণ ! স্বর্গীয় বক্ষিমন্ডলের গ্রন্থে কুমতিস্মৃতিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সন্ততিসম্বন্ধে কোন কথাই অবগত হন নাই। কুমতির কতকগুলি সন্তান আছে, তন্মধ্যে একজনের নাম কৃত্য। স্মৃতিরও কতকগুলি সন্তান আছে, তন্মধ্যে একজনের নাম অকৃত্য।

কুমতি স্মৃতি পরস্পর ভিন্নমাত্রাবলগী। সেইহেতু তাঁহাদের সন্ততিগণমধ্যে পরস্পর শত্রুতা আছে। কৃত্য অকৃত্যের শত্রু। যদিও শত্রু, পরস্পর কপাবাদী আছে।

চারুশশীর সম্বন্ধে তাঁহারা যে কথোপকথন করিতেছিলেন তাহা এই—

কৃত্য—তুমি বলিয়া থাক চারুশশী তোমার দিক্। আচ্ছা, তাই যদি হইল, তবে যেদিন সে তাহার মৃত স্বামীর জীবিত-সংবাদ পাইল, সে দৈবের নিকট কোনওরূপ কৃতজ্ঞতা জানায় নাই কেন ?

অকৃত্য—স্পষ্ট কথাকড়িয়া না বলিলে তোমার শুনিবার ক্ষমতা নাই। সে ঐ সংবাদ শুনিয়া কেন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ? কেন মেজেব উপর উইয়া পড়িয়াছিল ? কেন অজস্র কাঁদিয়াছিল ? কেন অচেতনভাবে পড়িয়া রহিয়াছিল ? তাহার কিছু খবর রাখি ?

কৃত—সে আপনার স্বামীর জন্য কাঁদিরাছিল ।

অকৃত—ধন্য তোমার বুদ্ধি !

সে কাঁদিবার আগে মনে মনে কি বলিয়াছিল ?

“প্রভু ! হতভাগিনীর প্রতি এত দয়া কেন ?” এই বলিতে বলিতে সে কাঁদে নাই ? কাঁদিয়াও সে ইহাই ভাবিতে ভাবিলে অজ্ঞান হয় নাই ?

কৃত—তুমি বাহা ইচ্ছা তাহার বল ।

অকৃত—আমি যাহা ইচ্ছা তালাই বলি, না তুমি একটু “কানে—কম” ।

কৃত—“কানে—কম ? তুই আমা অপেক্ষা অধিক শুনিতে পার ? তবে কেন উদ্ধরও সহ্য করিলেন না গারিয়া পলায়ন করিল ?

অকৃত—তাই স্বগতঃ প্রয়োজন নাই । আমি তোমার ভাবের জন্তই বলিতেছি । তুমি তোমার পিতাকে বলিও আমি বলিয়াছি যে তোমার কর্ণরোগ আছে, এবং যথাসিদ্ধি চিকিৎসা করাইও ।

কৃত—আমি চিকিৎসা করাই না এরাই তোব কি ? আমি চিকিৎসা করাইব না ।

অকৃত—তবে করাইও না । স্বগতঃ কোন প্রয়োজন নাই ।

অকৃতর ইচ্ছা করিলেই স্বগতঃ কথিত পারিতেন । কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না । তাঁহার স্বভাব তাহা নহে, তিনি নিজে হার স্বীকার করিলেন । উভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

প্রতিকূল ও অনুকূল ।

আমাদের ভাবাবেগের দুইজন ব্যবস্থাপক আছেন । এক জনের খ্যাতি প্রতিকূল, অপর জনের খ্যাতি অনুকূল ।

অনুকূল দ্বিজাতি—বড় দয়াবতী ।

প্রতিকূল পুরুষ—অতিশয় কঠিন ।

অনুকূল স্নেহমমতার আশাদিগকে মুগ্ধ করেন, ভুলাইয়া রাখেন, ঘৃণাইয়া দেন । আমরা তাঁহাকে ভালদেখি, ভালবলি, ভালবাসি ।

প্রতিকূল দিবসারভংসনার আশাদিগকে দাণ্ডিত করেন, আমাদের ঘুম ভাঙাইয়া দেন, আশাদিগকে খাটাইয়া লন এবং প্রকৃত বস্তুর অনুসন্ধানে বাঁধত করেন । কিন্তু আমরা ত তাঁহা চাই না । আমরা যাহা চাই না তিনি তাহাই করেন । আমরা তাঁহাকে মন্দদেখি, মন্দবলি, মন্দবাসি ।

আমরা প্রতিকূলকে বড় ভয় করি ।

তিনি অতি ভয়ানক, অনুকূলও তাঁহাকে ভয় করেন । অনুকূল প্রতিকূলের অধীন, তিনি তাঁহার আজ্ঞা বাতীত কোনও কার্য্য করিতে পারেন না ।

ইহাদেরও মধ্যে চাক্ষুশী এবং অস্বপ্নাধম্বকে কথোপকথন হইতে পারে । অন্য যে কথোপকথন হইতেছিল তাহা এই—

অনু—দেঁই! চাকরশীকে অনেক তিরস্কার ও ভৎসনা করিয়াছেন,

আর তাহাকে কিছু বলিবেন না।

প্রতি—তুমি যে তাহাকে ভুলাইবে তাহা হইবে না। আমি

তাহাকে বড় ভালবাসি, সে অনেকদূর উঠিয়াছে, আর

তাহাকে নামাইতে দিব না। আমি তাহার উপর একটু

নজর বরাবর রাখিব। কিন্তু আর অধিক কিছুই বলিব

না। বলার আর দরকারও নাই।

অনু—প্রমথকেও আর অধিক কিছু বলিবেন না।

প্রতি—তাহার এখনও একটু বাকী আছে। তাহাকে মিথ্যা-

রটনার কথা কিছুই বলা হয় নাই। এই কথাটি তাহাকে

বলিতে হইবে। তাহাবগর আর কিছুই বলিব না।

অনুকূল কোন কথাই প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

‘তাহাই হউক’ বলিয়া তিনি চলিয়া যাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বজ্রপাত !

পাঠকগণ! বোধ হয় অরণ্য থাকিতে পারে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় চাক্ষুষশীর্ণ স্বভাব, বেনারসে বাস করিতেছেন। দীননাথ সন্ন্যাসীর পিতৃদেব, সন্ন্যাসী তাঁহার পুত্র প্রমথনাথ।

প্রমথনাথ পিতৃঋণপরিশোধোপযুক্ত এবং তদপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া বড় আনন্দ ও আশার সহিত বেনারসে তাঁহার পিতৃদেবের গৃহ প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বজ্রপাত! সমস্ত আনন্দ-গ্রাম! পূর্ণ-গ্রহণ! নিরাশার অন্ধকূপ! চতুর্দিক অন্ধকার!—

তিনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমার পিতৃদেব! তিনি কোথায়?”

মরমের গভীরতম প্রদেশ হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস কাতর-স্বরে উত্তর করিল “আর কোথায়!”—

তিনি দেখিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বয় বহিবাটিতে কঞ্চল-আসনে বসিয়া আছেন—কাচা-পরিধান, রান, এবং নতমস্তক। তিনি বুঝিলেন তাঁহার পিতার গরলোক হইয়াছে। তিনি আর কিছুই গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। কঁাদিতে কঁাদিতে কহিলেন “ভাই যতিন! পিতার মৃত্যু হইয়াছে কবে?”

যতিন কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল পিতার সহিত অনেক সন্ন্যাসীর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, তাই বোধ হয়

কোন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন ।” সে কহিল “অদা তিন দিবস হইল, মহাশয়” ।

প্রমথনাথ কহিলেন—“আর এক্ষণে তোমাদের সহিত কোন গোপনভাবে কথাবার্তার দরকার নাই । ভাই ষতিন । আমি তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রমথনাথ । দ্বাদশবৎসর পূর্বে আমি মিথ্যা টেলিগ্রাফ করি যে আমার কল্যাণ হইয়াছে, এবং মৃত্যু ছিলে নানা দেশ ভ্রমণ করি । দাড়াহটক ভাষাতে আমার বিশেষ কোন মতলব ছিল । তাহা পূর্ণ হইয়াছে । কিংবা বাবার সহিত দেখা হইল না, এ হুখে আমার কণনও খুচিবে না ।”

প্রমথনাথের চেহারা অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । তিনি এখন বাটী হইতে বাহির হইয়া যান তখন তাহার বয়স একবিংশতি মাত্র । এক্ষণে দাড়ি গৌর প্রভৃতি হইয়াছে—তাই বলিয়া দিলেও চিনিতে পারা যায় না ।

আশ্চর্য্যবিত্ত হইয়া ষতিন কহিল—“আপনার আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইয়াছে—আমি এতক্ষণ আপনাকে চিনিতে পারি নাই ।

অপর ভ্রাতা, সর্ব্বকনিষ্ঠ অরেন্দ্র, সে চিনিতে পারিল না ; কারণ প্রমথনাথ যখন গৃহত্যাগ করিয়া যান, তখন তাহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র । তিনি তাহাকে লক্ষ করিয়া কহিলেন “ভাই সুরেন ! তুমি বোধ হয় আমাকে চিনিতে পার না” ।

সুরেন কাদিতে কাদিতে কহিল “দাদা ! আপনার কথা বাবার নিকট শুনিয়াছিলাম, আমার মনে পড়ে না ।”

প্রমথনাথ পুনরায় কহিতে লাগিলেন —

“আমিই সেই অশোকবনের সন্ন্যাসী, যিনি তোমাদিগকে টাকা পাঠাইয়াছিলেন। তোমরা যে বেনারসে আছ তাহা আমি জানিতাম না। তাই সমস্ত জানিবার নিমিত্ত অশোকবনে সন্ন্যাসীবেশে ছিলাম। আমি আরও কয় দিন আগে আসিতাম—তাহা হইলেই বাবার সহিত দেখা হইত। কিন্তু মধ্যে এক মহাবিপদে পড়িয়াছিলাম—আমাকে হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করে। তাহাতে গোরপুরে কয় দিন জেলে থাকিতে হয়। এই কয় দিন বুধা না যাইলে বাবার সঙ্গে দেখা হইত। কিন্তু যেমন মিছামিছি কষ্ট দিয়াছিলাম তাহার সমুচিত শাস্তি হইল। আমার এ দুঃখ এ জনমে ঘুচিবে না। মিথ্যার শাস্তি আছেই। মিথ্যার জর কুত্রাপি নাই। যাহাউক সে সকল কথায় এখন দরকার নাই। এক্ষণে উপস্থিত কার্য্য তাহাতে উত্তমরূপে সম্পাদিত হয় তাহার উদ্যোগ করা যাউক।”

যতিন এবং প্রমথনাথে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল ইতিমধ্যে সুরেন বাটির মধ্যে গিয়া পীসিমাকে এই সমস্ত অভ্যাসার্ধ্য বার্তা জানায়। তাহাতে পীসিমা কাদিতে কাদিতে উপস্থিত হইলেন।

প্রমথ তাঁহাকে চুপ করাইলেন এবং স্থির হইতে বলিলেন। তাহারপর প্রমথনাথ কিছুক্ষণ পীসিমারের সহিত কথাবার্তা কহিয়া ঘানের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন।

জ্যোষ্ঠ ভাতাকে পাইয়া ভাতাঘরের ব্যাপরনাই আনন্দ হইল। তাহাদের স্বপ্নে সাহসের সঞ্চার হইল। তাহারা একজন অভিভাবক পাইল। পীসিমাও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন,

কিছু সপ্তে সপ্তে দীননাথের মৃত্যু সহ্যে বড়ই শোকগ্রস্ত
করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন—“দাদা যদি আজ বাঁচিয়া
থাকিতেন”।

প্রমথনাথ জ্ঞান করিয়া আসিলেন। ভ্রাতাগণের সহিত
উপস্থিত কার্য্য সহ্যে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

প্রমথনাথ এই অজ্ঞাত দ্বাদশ বৎসর মধ্যে দ্বাদশ লক্ষ টাকা
কি ততোধিক অর্থ-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত অর্থ তিনি
অশোকবন যাইবার সময় বেঙ্গল ব্যাংক জমা রাখিয়া যান।
একগুণে একলক্ষ টাকার তাল লিখিলেন। যেখানে যেখানে পত্র
লেখা উচিত লিখিলেন। পঞ্চাশ সহস্র টাকা খরচ করিয়া মণি-
সমারোহের সহিত চিত্রগ্রন্থ সম্পাদন করিলেন। প্রাক্তন আদি
সমাপ্ত হইলে প্রমথনাথ ভ্রাতাগণের নিকট বিদায় লইয়া ঋণ-
পরিশোধার্থে অশোকবন যাত্রা করিলেন।

নম পৰিচ্ছেদ ।



হরিষে বিবাদ ।

মেঘের কোলে সৌদামিনী হাঁসি কি দেবেজের কখনই ভাল লাগে না, তাই একটু হাঁসিতে না হাঁসিতেই তিনি বন্ধ হানেন ?

তিন চারি দিন যাঠিতে না যাঠিতে প্রমথর হস্তলিখিত একখণ্ড পত্র আসিয়া পৌঁছছিল । তাহা এই—

মা !

প্রিয়র নিকট সন্ত অসুখ হইয়া থাকিবেন—আমি জীবিত আছি । আমার কলেরা শুয়া আমি মিথ্যা টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম । এ সমস্তের কারণ সাক্ষাতে অবগত হইবেন ।

এই মধ্যাহ্নের সময় একটি মধ্যাহ্নের সংবাদ লিখিতে হইল—তিন নিবস হইল আমার পিতৃদেব ৬ কাশী প্রান্ত হইয়াছেন । হতভাগার তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই ।

আমার আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না । বাহার জন্য এত কাণ্ড করিলাম তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ হইল না, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না—অকথ্য শোক দিয়া বিদায় করিলাম ! আমার জীবনে বেদনা রহিয়া গেল ।—

যাহা হউক শ্রান্তকর্ম সমস্ত সমাধা করিয়া তথার যাইব । চাকর এখানে আসা হইয়া উঠিবে না, কারণ এখানে

আসিতেই তিন চারি দিন লাগিবে । দিন ফুরাইয়া যাইবে ।
বাহা হয় সেইখানেই করিবে ।”

সেবক শ্রী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে চাকরশরীর চক্ষু দিয়া ফোঁটা
ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল । পত্রপাঠ শেষ হইলে সে একটু
কাদিল । মাতা তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “পত্রে কোন
মন খবর আছে কি ?”

চাকর কহিল “হাঁ, আমার স্বত্তর মহাশয়ের পরলোক
হইয়াছে ।”

তাহাতে মাতাও বিশেষ হৃৎপ্রকাশ করিতে লাগিলেন ।
চাকরশরী স্নান করিল এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিল ।

একে বিধবা বেশ, তাহার উপর ব্রহ্মচর্য্য, চাকরশরী একট
যোগিনী সাজিল ।

এইবার তাহার মন বড় ধারাপ হইল । সে স্বামীর জন্য
উদ্বিগ্ন হইল ।

চাকরশরী স্বত্তর মহাশয়কে নিজের পিতা বলিয়া জানিত ।
সে প্রমথনাথকে পাইবার আশায় যে সুখ পাইয়াছিল,
তাহার স্বত্তরের মৃত্যুসংবাদ তাহা ডুবাইয়া দিল । সে স্বত্তরের
জন্য সদ্ধাসসর্জদা মনে মনে কাদিতে লাগিল । তাহার সুখ
লুপ্ত হইল, হৃৎপ্রকাশ হইল । সে স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন হইল ।

সে দিন গাণিতে লাগিল ।

তৃতীয় খণ্ড ।



——“We, ignorant of ourselves,

Beg often our own harms, which the wise Powers

Deny us for our good. ——

*

Shakespeare, Antony and Cleopatra.



ঋণ-পরিশোধ ।

তৃতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সেই দিন আসিল ।

তৃতীয়াৎ বত বারিধির নিকটবর্তী হয় তাহার হৃফাও তত বন্ধিত হয়, বতই চলিয়া যায় পথ ফুরাব না, বতই অগ্রসর হয় বারিধিও ততই পশ্চাৎসর হয় । অপরাপর সময় অপেক্ষা তৃতীয়ার্দের এই সময়টি বড়ই বিরজিকর, দীর্ঘব্যাপী এবং চাঞ্চল্যময় । যাহাইউক বহুকষ্টে এই অতিদীর্ঘ অবাঞ্ছিত ব্যাপ্তির শেষ হইল ।

অবশেষে বহুদিনের সেই একদিন অদ্য আসিল—প্রমথনাথ অশোকগ্রাম আসিলেন। চাক্ষুশী কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার প্রমথর দিকে চাহিল, মনে মনে একটু কঁাদিল এবং তাঁহার দৃষ্টিসখ হঠাৎ অন্তরালে মাইল, ও নির্জনে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

প্রমথ সকলের সঙ্গে আলাপেই বাস্তব হইলেন। মাতা হারপূরনাই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার সহিত পিতার শ্রাজ্জ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ মধ্যে প্রিয় ও রাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত নানা প্রকার কথাবার্তা হইতে লাগিল।

অবশেষে মাতা প্রমথকে পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমথ করিতে লাগিলেন। চাক্ষুশী অন্তরালে বসিয়া শুনিতে লাগিল।

পাঠকগণ! প্রমথনাথ কহিবার অগ্রে আনি তাঁহার পিতার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে হুঁই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি—

দীননাথের কয়েক লক্ষ টাকা ঐশ্বর্য হইয়াছিল। তাহা কেবল কর্মচারিদিগের বিশ্বাসঘাতকতার। পরাগর্ভাদ আদর্শনগরের একজন মহাজন। তেজারতি তাঁহার ব্যবসা। দীননাথ সময়ে সময়ে বিপদগ্রস্ত ব্যবসারিদিগকে বিনা সুদে টাকা ধার দিভেন, এবং অনেক অভাবী ব্যক্তিকে অর্থ দান করিতেন। ইহাতে পরাগর্ভাদের ব্যবসার হানি হইত। সেইহেতু তিনি দীননাথের পরম শত্রু ছিলেন।

দীননাথের কি উপায়ে অনিষ্ট হইতে পারে সদাসর্বদা তিনি তাহারই চেষ্টা করিতেন।

৮১ সালের ঝরে দীননাথের কয়েকখানি নৌকা ডুবিয়া যায়। তাহাতে তাঁহার অনেক টাকা লোকসান হয়। পরাগচাঁদ কর্তৃত্ববিধিগের সহিত অভিসন্ধি করিয়া দীননাথকে তাঁহার নিকট ঋণ কবাইলেন। তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ করিলেন। তাহারপরে ঐ দেহে বেশ হওয়ার ব্যবসায় একেবারে মট্ট হইয়া গেল। পরাগচাঁদ শত্রুতাদাধনের উপযুক্ত সময় পাইলেন। তিনি দুপেচা কল্যাণী আশু করিলেন।

দীননাথ দেণাপাতনা ন্যস্ত বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেন - সমস্ত পাপনা ধোয়া হইলে, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াও কয়েকলক্ষ টাকা থাকিবে। তিনি যত্নপূর্বক পাওনা আদায় করিতে লাগিলেন।

তিনি পরাগচাঁদকে ডাকিলেন—“মহাশয়, আপনি ব্যস্ত হইবেন না, একটি সবুজ কল্যাণী টাকা মউন। আমি অনেক

অন্যান্য মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়াও আমার কয়েক লক্ষ টাকা থাকিবে। তাহাও ঐ কল্যাণী আমারও টাকা আদায় হইবে না, আপনারাও টাকা পাবেন না।”

পরাগচাঁদ তাহা শুনি ন না। তিনি একেবারে স্থাবর অস্থাবর ক্রৌঞ্চ করিলেন। ইত্যন্তেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। আর এক লক্ষ নান্নিস করিয়া দীননাথকে প্রেস্তার করিলেন।

যাহাউক চারুশী সমস্ত গহনা দিয়া সে যাত্রা রক্ষা করে। পরাগচাঁদের ঋণ কতক পরিশোধ হইল। অন্ততঃ তাঁহার প্রতিশোধ লওয়া হইল।

অন্যান্য মহাঈনেরাও টাকা পাইতেন, কিন্তু তাঁহারা কোন অন্যাচার করেন নাই ।

দীননাথের দুঃখ দিন দিন বাড়িতে লাগিল । ঋণের নিমিত্ত নানাপ্রকার লাঞ্ছনা হইতে লাগিল । প্রমথনাথ এই সকল দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন । তিনি পিতার ঋণ পরিশোধ করা জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য করিলেন ।”

প্রমথনাথ কহিতে লাগিলেন ।—

ঋণের নিমিত্ত পিতার নানাপ্রকার লাঞ্ছনা দেখিয়া আমার মনে যারপরনাই যুগ্ম হয়, প্রাণে তেমনি বিকাণ ভগ্নে । আমি পিতৃ-ঋণ-পরিশোধ জীবনের যজ্ঞ করিলাম—মরণের সাধন অথবা শরীরের পতন আমি স্থির করিলাম । আমি বাহির হইলাম ।

হুই চারি মাস নানাপ্রকার চেষ্টা করিলাম । কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা । মন বড়ই ধারাপ হইতে লাগিল ; ক্রমে এতদূর যে, ‘আমি এ প্রাণ আর রাখিব না’ এমনত সংকল্প করিলাম । কিন্তু ঈশ্বর রক্ষা করিলেন—কি মন হইল বেনারস যাইলান ।

তথায় বিবাহ স্থির করিলাম—মরিষ না, মনস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া দেখিব ; তাহাতে না হয়, অসম্মত । অবশেষে মিথ্যা রটনাপূর্ণক উধাও হইয়া অর্থ-অল্পসম্মানে নানা দেশ ভ্রমণ করিব, এমন স্থির করিলাম । তাহাই করিলাম ।—

মিথ্যা করিয়া টেলিগ্রাফ করিলাম—

‘বেনারসে আসিয়া আমার কলেরা হইয়াছে, অতীব ক্রুর জাতীয়, দাঁড়িবার কিছুমাত্র আশা নাই ।’

মাতা—বেহাই মহাশয় খবর পাইবামাত্র ৩ ধাম গিয়াছিলেন,

কিন্তু ঠিকানা না পাওয়ায় কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই ।

প্র—সন্ধান যেন না হয় এই মতগবেই আমি টেলিগ্রাফে কোনও ঠিকানা দিই নাই ।

মা—বাহ'ক, তিনি ঠিকানা না জানায় তোমার বিষয় কোনওরূপ নিরাকরণ করিতে পারেন নাই । অবশেষে তুমি মরিয়াছ স্থির হইল । কিন্তু কোনরূপ প্রমাণ না পাওয়ায় উদ্দেশ্যে মুখাণি বা শ্রদ্ধা কিছুই করা হয় নাই । তাহা-
হইলে তুমি আমাদের সঙ্গিত মিলিত হইতে পারিতে না ।

প্র—আমি একবার মনে করিয়াছিলাম যে, একজন ব্যক্তির নাম দিয়া আমার মৃত্যুসংবাদ টেলিগ্রাফ করি । কিন্তু আবার ভাবিলাম যদি কখনও বাড়ী ফিরিতে হয়, ইহা করা হইবে না ।

অন্তএব ত্যাগ করিলাম না

আরও, বার বৎসর অতীত হইয়া গেলে আবার একটু গোল-
যোগ হইত. সেইজন্য তাহার পূর্বেই আসিয়াছি ।

মা—ভগবান তোমার বক্ষি হইয়াছিলেন, তা'নাহলে কি হইত !

প্রথমনাথ কহিতে লাগিলেন ।—

তাহারপর অর্থেব জন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করি । অবশেষে এক সাহেব আমার বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া আমাকে রাজপুতানার লইয়া যান, এবং জয়পুরের রাজপুতের একটা উত্তম পদ করিয়া দেন । সেইখানে আমি কিছুকাল বসিলাম, এবং কিছু অর্থও সংগ্রহ করি । অবশেষে এই অর্থ লইয়া কমিসারীতে কাজ করি । তাহাতে আমি অনেক অর্থ উপার্জন করি । তাহারপর

বাড়ী ফিরবার ইচ্ছা করিলাম। কলিকাতায় একজন ব্যাঙ্কে সমস্ত টাকা জমা রাখিলাম, এবং সন্ন্যাসীবেশে পথে পথে অশোকবনে আসিলাম। সন্ন্যাসীবেশে অশোকবনে একবার উদ্দেশ্য—কে কেমন আছেন, কোথায় আছেন, প্রভৃতি জেনা।

মাতা গ্রেগোরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বর্ণিলেন। এটুকুতে আশাশ, আপ্যায়িত, এবং কৃতজ্ঞতায় দিন কাটিয়া গেল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রমথনাথ ও চারুশশী ।

আহারাদি সমাপ্ত হইল । চারুশশী ও প্রমথনাথ অল্প
ষাটশবৎসর পরে পুনর্মিলিত হইলেন । মৃতস্বামীপ্রাপ্তা স্ত্রীর অন্য
চর্যল হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল । সে অতীত চরমস্থার কথা
ভুলিয়া বাইল । সে পরম আনন্দে স্বামীর নিকট আসিল ।
ইহজীবনেই সে স্বর্গ প্রাপ্ত হইল । বহুদিন-অনভ্যস্তা স্ত্রী স্বামীর
নিকট আসিয়া মুক হইয়া দণ্ডায়মান রহিল । তাহার মনে
হইল—এ যেন স্বপ্নভূমি, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে ।

ষাটশবৎসর-বিরহদগ্ধ প্রমথনাথ আর অপেক্ষা করিতে পারি-
লেন না । তিনি স্ত্রীকে আলিঙ্গনপূর্বক তাহার মুখ চুম্বন
করিলেন । স্ত্রী তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । প্রমথও
সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিলেন । বোধ হইল যেন পালঙ্কোপরিস্থিত
প্রমথনাথ স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং তাহার স্ত্রী মৃত্যুর
পর তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন ।

বাহাহউক কিছুকণ পরে ক্রন্দনের অবসান হইল । দুইজনে
ধোত অট্টালিকার স্থায় নয়ন জলে অভিষিক্ত হৃদয় দুইখানি
ক্রমে আলাপ করিতে আরম্ভ করিল ।

চারুশশী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল “আমি তোমাকে সে দিন বড়
নীচ বাক্য কহিয়াছিলাম, কত শাপশাপাঙ্ক করিয়াছিলাম”

প্রমথনাথ চাকরশীর মুখ মুছাইয়া কহিলেন “কেন না, তাহাতে তোমার কিছুই দোষ হয় নাই; বরং না ক’ই দোষের কথা হইত।”

চাকরশী পূর্বেই তাহা বুঝিয়াছিল। আবার এখন স্বামীর মুখে শুনিয়া তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

প্র—চাক! তুমি আমার রক্তান্ত ত সমস্ত শুনিয়াছ, কিন্তু তুমি যে বিপদে পড়িয়াছিলে আমাকে তাহা বল। আমার গুণিতে ইচ্ছা তইতেছে।

জ—আমার বিপদের কথা তুলিও না। যখন দিন বাবা বাঁচিয়া ছিলেন আমার কোনপ্রকারই কষ্ট হয় নাই। কিন্তু দুই বৎসর হইল বাবার কাল চলিয়াছে, তদবধি আমাদের কষ্টের পরিসীমা ছিলনা। বব্বা মৃত্যুর পর পিশাচ নিশানাথ, তোমার বন্ধু, (অর্মান প্রমথ একটু কাঁপিয়া উঠিলেন) অশোকগ্রাম ক্রয় করে, এবং সেই স্থানে এইখানে বাতায়াত আরম্ভ করে। ক্রমে পিশাচ আমার ঐতি লোভ করে, এবং নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে। আমাকে সদাসমুদয় দেখিবার জন্য রোতন কাছারি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমাদের বাটের নদ্বর্ণে কাছারি নির্মাণ করে। ছায়া ক্রমে মতলব ছরভিসন্ধিতে পরিনত করিল। আমরা আপনার হুখে ছিলাম, ও সমস্ত গ্রাহ্য করিতাম না, এবং বৃথিতেও পারিতাম না। এক দিন পিশাচ একখানি পত্র সহ একটি মেয়েমানুষকে আমার নিকট পাঠায়। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

সুন্দরি ! আমি তোমার রূপে যে কি পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ । আমি আদর্শনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তোমাদেই এত এখানে অবস্থান করিতেছি । যে জন মহিমা প্রিয়তম তোমার প্রতি মনঃ রাখিয়া আপনাকে কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছে । আশা করি তুমি সে সমস্ত ভাণ্ডায় আমান প্রাপ্তি আশ্রয় স্থলবে । আরও কত কি লিখিয়াছি, আমার সমস্ত মনে নাট ।

প্র—তাবপর তুমি কি উত্তর দিলে ?

চা—আমি ? আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় ?

প্র—আমার মনে হয় তুমি তাহাকে স্মরণ করিয়াছিলে ।

চা—তাই করিয়াছিলাম । আমি লিখিয়াছিলাম—স্বাক্ষর আমি তোমার বন্ধু ব্রী, আমাকে এ কথা লিখিতে তোমার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইল না ? স্বাক্ষর ! ও আশা মনে স্থান দিস না । কেন মিছামিছা কষ্ট পাউনি । নিশ্চয় জানিস প্রাণ থাকিতে তোমার প্রতিশ্রুতি সকল হইবে না ।

প্র—তা'রপর ?

চা—তা'রপর স্বাক্ষর তখনও চরশা ত্যাগ করিলেন । মা হৃৎকরিবেন বলিয়া আমি তাঁহাকে কিছুই বলিতাম না । স্বাক্ষর নানা অলঙ্কার, বস্ত্র, এবং অর্পণ প্রদান দিতে লাগিল । কি মূর্থতা ! সে জানেনা চারুশশী ধীমান্থের পুত্রবধূ, প্রমথনাথের স্ত্রী ; বস্ত্র অলঙ্কার দেখাইয়া সে কাহাকে ভুলাইতে চাহে !

আমি এক দিন তাহাকে তাহার মূর্থতা সঙ্কে লিখিয়া পাঠাই, কিন্তু স্বাক্ষর কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না । অবশেষে আমাকে

জোরপূর্বক হরণ করিবার উদ্দেশ্যে থাকিল। আমি তাহা বুঝিতে পারিয়া তোমার হৃলভ বন্ধ স্বর্গীয় গোবিন্দকে পত্র লিখিয়া গানাই। তিনি পত্রপাঠমাত্র আমাকে তাঁহার নিজের বাড়িতে লইয়া যান। আমি সেইখানে এক মাস থাকি। তিনি আমার নিকট হইতে সমস্ত পত্র লইয়া রাক্ষসের বিরুদ্ধে নাগিন করেন। তাহাতে রাক্ষসের দণ্ড হইয়াছিল।

প্র—আহা! সেই প্রাণের বন্ধ গোবিন্দকে একবার দেখিতে পাইলাম না! এ দুঃখ মরণেও বৃতিবে না।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে হইজনেই সেই অমূল্য বন্ধুনিধির নিমিত্ত কিছুকালের জন্য সহদয় ক্রন্দন করিলেন।

চা—তিনি কেবল ঐ উপকার করিয়াছিলেন তাহা নহে। বখনই আমরা কোন সানাত্ত বিপদে পড়িয়াছিলাম তখনই তিনি অর্ধ-মিলা হউক, কারিক পরিশ্রমে হউক, নিজের কাণ্ডেই ক্ষতি করিয়াও আমাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের খবর লইবাব জন্য নিজে আমাদের বাড়ি আসিতেন। তোমার জন্য ঘরের কাছে কত কাঁদিতেন। না কাঁদিতেন বলিয়া চক্ষু মুছিয়া অস্ত্র কথা পাড়িতেন। বাবার শ্রাদ্ধের সময় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্বজন্মে অনেক তপস্বী করিয়াছিলাম যে আমরা এরূপ হৃলভ বন্ধ পাইয়াছিলাম। আহা! তিনি কেবল বলিতেন ভূমি বৃত্তাকালে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিল যে আমার তার সমস্ত তাঁহার উপর দেওয়া হইল।

প্র—হা বন্ধু গোবিন্দ ! ভাই, তুমি আমার মৃত্যু শুনিয়াছিলে না আমি তোমার মৃত্যু শুনিলাম ? প্রিয় ! তোমার সহিত একবার দেখা করিবার সাধ হইতেছে । কিন্তু হয়, তুমি কোথায় ! ভাই ! আমরা এ জীবনের সমস্ত সুখ তুমি হরিয়া লইয়া গিয়াছ । এ জীবনে আব আমার সুখ হইবে না, এবং চাহিও না । আমি শীঘ্র তোমাদের সহিত মিলিত হইতে চাহি ।

এইরূপে প্রথম নাথ এবং চাকরশাশী উভয়ে বন্ধুর জন্ত কাদিতে লাগিলেন । ঐরূপ উভয়ে উভয়ের পিতার জন্তও কাদিতে লাগিলেন ।

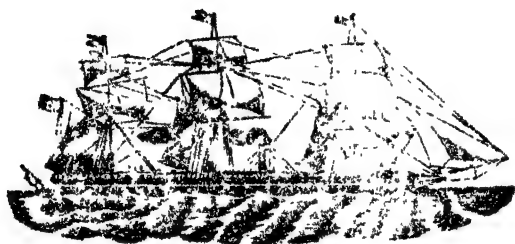
কিছুক্ষণ পরে প্রথম নাথ বলিলেন—

“প্রিয়ে ! আব আমরা কিছুই ভাব লাগিতেছে না, এবং আর লাগিবেও না । আমি যাহার জন্ত তোমাকে যৌবনারম্ভে মিছামিছি অকথ্য বৈধব্যায্যনা দিয়াছি, যাহার জন্ত এই অনুষ্ঠান বন্ধুত্ব পরিভ্যাগ পূর্বক মৃত্যুক্ষেপে গিরি, গন্ধর্ব, বন, জঙ্গল, পাশাড়, পর্বত নির্ভরে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই ণ্ডদেবের একবার দেখা পাইলাম না ? এ ভাংখ মরণেও ঘটিবে না ।

যাহাইউক পিতৃ-ঋণ-পরিশোধ আমার জীবনের যজ্ঞ । তাহার উপায়ও করিয়াছি । এই দ্বাদশ বৎসর মধ্যে আমি ঋচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি । এক্ষণে আমার প্রধান এবং প্রথম কার্য্য তাঁহার ঋণ পরিশোধ করা, এবং সেইহেতু আদর্শনগিরি যাওয়া ; আর একবার সেই নীচপ্রবৃত্তি নিশামাথকে কয়েকটি কথা বলিয়া আসা । তৎপরে সকলে বেনারস যাইতে হইবে । আহা ! প্রাণের সহোদরগণ না জানি কত কষ্টই পাইত যদি আমি ঐ

সবর বেনারস না বাইতাম । এখন আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাদিগকে মাহুষ করা, এবং মৃত্যুর জন্ত দিন গণনা করা ।

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়ে নিম্নার নির্দিষ্ট শয়ন করিলেন ।



তৃতীয় পুরিচ্ছেদ ।

অভিমান ।

কিছু বাকী আছে। সিদ্ধা হইল না। কিছুক্ষণ পরে চারুশশী কহিল “আমার একটি কথা আছে, শুনবে ?”

প্র—কি ? বল ।

চা—আর ব’লব না, যাও ।

প্র—না, বল ।

চা—ভাল কথা নয়, তোমার পক্ষে মন্দ ।

প্র—তা হ’ক, বল ।

চারুশশী বল বলি করিয়া দুখ দুটিয়া বলিয়া ফেলিল—“কত দুঃখ
শুখ হ’লে ত’রে গেল, মনের আর সেরকম সুখ নাই, তা’-
না হ’লে শুধু ছেড়ে দিতাম ?”

প্র—কেন, কি করতে ?

চা—বা কর্তান তা কর্তান । যদি কর্তান ত হস্তান । যখন
আর কর্তাই না তখন আর ব’লে কি হবে ?”

প্র—তবু শুনতে পাচ্চি না কি ?

চা—এই আর কিছু নয়—একটু বা দুখ কর্তান, একটু বা মান
কর্তান, একটু বা “অভিমান” কর্তান । আবার কি
করব ?

প্র—যাহ’ক বেচেছি । “বলি যাতে না ত...”

চা—তাও সোন ছ'চারটে কিল, এক আব্. ষা চড় না মেরে
ছেড়ে দিতাম ?

প্র—কি আমি না আস্তাম ?

চা—যেমন ছিলাম তেমনি থাক্লাম ।

প্র—তবে আমি যাই ? মনে ক'রো আমি আসি নাই ।

চা—কে বারণ করছে ।

প্রমথনাথ উঠিয়া ছুরার খুলিয়া বাস্তিরে যাইলেন ।

“কিন্তু আর আসিতে দিব না” এই বলিয়া চাকরশী দ্বার
রুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল ।

প্রমথনাথ চাকরশীকে দ্বার রুদ্ধ করিতে দিগেন না, কহিলেন
“তা হবে না, ছুরার খোলা থাক্,” এবং ছুরার আটকাইয়া
দাঁড়াইয়া রহিলেন ।

দ্বার রুদ্ধ করা অসম্ভব দেখিয়া চাকরশী কহিল “আচ্ছা
আমার কাছে এলে দেখতে পাবে,” এবং আপন মনে বলিতে
লাগিল—‘একটুকুও বিশ্বাস নাই—লাকেব মুখে সব শুন্লে
তবু বিশ্বাস হ'ল না, আবার নিজে পরীক্ষা করা হ'ল—এত
অবিশ্বাস । তা বেশ, আমিও পরীক্ষা করতে জানি” ।

প্র—কি বক্ছ আপন মনে ?

চা—আমি যাই করি তোনার কি ?

প্রমথনাথ দীননাথের প্রাণেশ কুমার, এবং চাকরশী তাঁহার
আদরের পুত্রবধু । পূর্বে চাকরশী প্রাণেশ উপর কথায় কথায়
মান করিত । আদ্য দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, উভয়েই
সংসারের উচ্চতম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন । উভয়েই বিশেষ
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন । অধরঃস্বরূপ হাঁসি খেলার সময় নাই ।

কিন্তু স্বামীকে পাইয়া অন্য চাকরশরীর পূর্বস্বভাব গুনকবিত হইল। সে এখনও প্রমথর উপর মান করিল।

তা আমরা ত পূর্বেই বলিয়াছি চাকরশরীর আদরের মেয়ে— সে কথায় কথায় মান করে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন এখন তাহা অসম্ভব এবং অসদৃশ। আমরা বলি অসম্ভব নহে। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সত্য। প্রমথর দ্বাদশবর্ষ অভিনীত হইয়াছে, চাকরশরীরও দ্বাদশবর্ষ অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ত তাহা অভিনীত হয় নাই। সেই—দ্বাদশ বৎসর পূর্বে চাকরশরীর মান করিয়াছিল, আর একে দ্বাদশ বৎসর পরে মান করিল। মধ্য সময় ত উভয়ে উন্নয়ন ভাবে কাটাইয়াছেন। স্বভাবের পরিবর্তন ক্রমশঃ হইয়া থাকে। পরিবর্তন লক্ষ্যন জানে না।

তা চাকরশরীর ত পূর্বেই বলিয়াছে এখন তাহার মান অভিমান করিবার ইচ্ছা নাই।

তাঁই বলি আমরা চাকরশরীর এই মানে দোষারোপ কবিত্তে পারি না। তাহার কোনও দোষ নাই। দোষ মান অভিমান খুঁট কথা ছুঁটির। উৎপাত চাকরশরীর মনে তাহার পূর্ব-স্বভাব জাগাইয়া দিয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস চাকরশরীর আর মান করিবে না। তবে যদি সামলাইতে না পারিগা এক আধ দিন করে, বলিতে পারি না।

কিছুক্ষণ পরে প্রমথনাথ ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চাকরশরীর তাহা দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না। প্রমথনাথ দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলেন। তখন চাকরশরীর বলিল “আবার এলে যে?”

প্র—আমি কি একেবারে গিয়েছিলাম ? তখন বলেছিলাম,
গিয়েছিলাম ; এখন আবার মন হ'ল, এলাম ।

চা—তা বটে। তোমাদের রকমই ঐ। তা'নাহ'লে আমাকে
বল্লে না, কইলে না, কোন্ দিকে চ'লে গেলে ; আবার
মিথ্যা-মৃত্যু রটনা করলে ।

প্র—তোমাকে কইলে কি আর যেতে দিতে, না যাওয়া হ'ত ?

চা—যেয়ে ত ভারি লাভ হল—এই সাতগুটি কাঁদিয়ে ভারি সুখ
হ'য়েছিল, নয় ?

প্র—তা যাই হক, বাবার ঋণ ত সমস্ত পরিশোধ করিব ।

চা—তাই কর, তা হলেও না হয় বুঝিতে পারি একটা কাজ
হ'ল ।

প্র—কা'ল বোধ হয় টাকা আসবে। কা'ল ঋণ পরিশোধ করিতে
যাইব ।

আমরা প্রমথনাথ এবং চারুশশীর কথোপকথন শুধু
তুলিতে পাইয়াছিলাম তাহাই লিখিলাম। তাহারপর যে কি
কথাবার্তা হইল, হইল কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।
মূল কথা, আমরা তাহা বলিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি
উভয়ে সুখে নিদ্রা যাইলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সুপ্রভাত ।

সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত ! ত্রিভীহরিঃ শরণং ।
অদ্য ৮ দীননাথ চট্টোপাধ্যায় ঋণ দায়ে মুক্ত হইবেন । দীননাথ
অদ্য সপ্তম স্বর্গে আবোহণ করিবেন । তাই বলি সুপ্রভাত !
সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত ! ।

স্বর্গের দেবতাগণ দয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন । (কারণ
কাহাবও মঙ্গল হইগেট তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে না)
অপ্সরাগণ “ধন্য প্রমথ” বলিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন । তাই
আজি প্রভাতে আকাশে সাদা সাদা কয়েকখানি মেঘ দেখা
দিয়াছিল । তাই আজি প্রভাতে একটু একটু শুষ্ক শুষ্ক
গর্জন হইয়াছিল । তাই আজি প্রভাতে মোটা মোটা ফোঁটা
কয়েক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । তাই বলি সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত !
সুপ্রভাত !

ধন্য প্রমথ, ধন্য তোনার পিতৃভক্তি । তোনার মত পুত্র
পাইলে স্বর্গের দেবতারাও মর্তে বাস করিতে কুণ্ঠিত নহেন ।
প্রমথ ! তুমি ধন্য, ধন্য তোনার পিতা, আর ধন্য সেই ব্যক্তি
যেজনকে ভগবান তোনার মত পুত্ররত্ব দিয়া স্বর্গী করিয়াছেন ।

কিছু বেলা হইতে না হইতে টাকা আসিয়া পহঁছিল । প্রমথ-
নাথ ঋণপরিশোধার্থে কাদর্শনগর বাত্মা করিলেন । অশোকবনে
সন্ন্যাসীবেশে অবস্থানকালে তিনি একদিনের জন্যও আদর্শ-

নগর বান নাই। তিনি দ্বাদশবৎসর পরে এই প্রথম আদর্শ-নগর বাইতেছেন।

প্রমথনাথ আদর্শনগর প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন—মাথবীতলার আর সন্ন্যাসীরা বসেন না, ঐ পুষ্কারী শুক এবং পঙ্কপরিপূর্ণ। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিলেন, বিত্ত সরকার * একটি পাজার কার্য্য করিতেছে। বিত্ত সরকারকে পাজার খাটিতে দেখিয়া প্রমথনাথ বিস্মিত হইলেন একটু দাঁড়াইলেন, তাহার নিকটে বাইলেন; এবং কহিলেন “বিত্ত! ব্যাপার কি, তুমি যে পাজার খাটিতেছ?”

বিত্ত অবাধ হইয়া প্রমথনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বিত্ত কহিল “মহাশয়, আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না, পরিচয় দিলে বাধিত হইব।”

প্রমথনাথ কহিলেন—“আর পরিচয় জানিয়া কাজ নাই। কেন হুঃখের জীবনে সুখময় অতীতের কথা মনে পড়িয়া আরও দুঃখ পাইবে?”

বিত্ত ইতিপূর্বে শুনিয়াছে, অশোকবনের সন্ন্যাসী তাহার স্বর্গীয় প্রভু দীননাথের পুত্র প্রমথনাথ। প্রমথনাথের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া তাহাব মনে সন্দেহ জন্মিল। সে প্রমথনাথকে জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?”

প্রমথনাথ সরকারের কষ্ট দেখিয়া আর কিছুই গোপন করিলেন না। তিনি কহিলেন—“আমি অশোকগ্রাম হইতে

* বিত্তনাথ সরকার দীননাথের একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। এই ব্রহ্মবৎসর মঙ্গল তাঁহার অবস্থা অতীব পোষনীয় হইয়াছে।

আসিতেছি। আমি সেই অশোকবনের সরাসরী। বিত্ত, আমি কে, আমাকে চিনিতে পার ?”

বিত্ত অমনি কাদিতে কাদিতে কহিল “আপনি প্রমথ বাবু”। অমনি প্রমথনাথ কহিলেন “দে তি, বিত্ত। “বাবু” কেন ? আজ কাল বুঝি তুমি সব হ’য়েছে। তুমি যেমন আগে ছেলেবেলায় আমাকে “প্রম” বলিয়া ডাকিত, আমাকে তাহাই বলিলে না কেন ? পুরাতন মোতরঃ যত্নে কেবল তোমাকেই দেখিতেছি। আর সকলেই ত ব্যস্ত গিয়াছে। বিত্ত ! বাবা তোমাকে বড় ভাল বাসিতেন।

বিত্ত কাদিতে কাদিতে কহিত লাগিল—“তর্জার যে কত বড় হইয়াছিল তাহা আর আমি কি জানি—একে তোমার শোচ, তাহার উপর মহামেশর হুজুকা।। পরামর্শের নিমিত্ত তোন পুরাতন কক্ষচারিকে ডাকিয়া পাঠাইলে তাহার উত্তর দিতেন না। নানাপ্রকার মনকষ্টে ক’টা ভক্তাধিপায়ে চলিয়া গান। শেষ দিন পর্যন্ত আমি তর্জার সঙ্গে ছিলাম। আমিও তাহার সঙ্গে বাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন ‘আমি এখন ভিখারী তোমাকে সঙ্গে লইয়া কি করিব’। আক ! তিনি যদি আজ পাঠিয়া থাকিতেন !”

দরকারের এই সকল চমৎজনক কথা শুনিয়া প্রমথনাথের চক্ষু দিয়া হই কোঁটা ধ্রু পড়িল। তিনি চক্ষু মুছিয়া কহিলেন—‘দাহাইউক সে সকল স্মৃতিয়া তার কি করিবে। তুমি আমার সঙ্গে আইস, তোমার বড় শোচনার হইয়াছে, দেখিতেছি। তুমি—সেই বিশ্বনাথ সরস্বতীমণ্ডপ, কিনী প্রমথনাথের হইয়া পাজার খাটিতেছ ! অহো ! পরিবর্তন !”

বিশু আবার কঁাদিতে কঁাদিতে কহিল “আমি একত্ব কিছু-
মাত্র চুঃখ করি নাট, কিন্তু কর্তার কি অবস্থা হইয়াছিল—”

প্রমথনাথ কহিলেন—“বিশু ! আর কষ্ট দিও না। এক্ষণে
এখানে কি জন্য আসিয়াছি তুমি—এই তাদশবৎসরকাল ঘুরিয়া
ঘুরিয়া আমি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছি। এক্ষণে পিতার
রূপপরিপোষার্থে চলিলাম। তুমি ওসমস্ত এখন রাখিয়া দাও,
এবং আমার সঙ্গে আইস” ।

প্রমথনাথ বিশুকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কিছুদূর অগ্রসর
হইতে না হইতে প্রমথনাথ দেখিলেন—হরিণী পুষ্করিণীর আর সে
শোভা নাই, আর একটিও হরিণ চরে না, পুষ্করিণী পানার ভরিয়া
গিয়াছে ; টাননী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; অতিথিশালায় কুকুর
গুইয়া রহিয়াছে। প্রমথনাথ তাঁহার সাথের হরিণীপুষ্করিণীর এই-
রূপ ভয়াবস্থা দেখিয়া যারপরনাই নর্মাহত হইলেন। তিনি
আর তাহা দেখিতে পারিলেন না—অগ্রসর হইলেন, সে স্থান
হইতে চলিয়া যাইলেন। যাইতে যাইতে বিশুকে কহিলেন
“বিশু ! এসব হ’রেছি কি ? এখানে কি আর মাহুত
থাকেনা ?”

বিশু কহিল—“এ আর কি হ’রেছ ? নগর প্রবেশ করিয়া দেখিবে
কত বড় বড় দালান সব পড়িয়া গিয়াছে—পুনরায় যে উঠিবে
তাহার আশা নাই। কেবল কুকুর শৃগালের আড্ডা হইয়াছে।
আমাদের সে সব বড় বড় দালানের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। গঙ্গার-
ধারে একটিও কুঠী নাই। সমস্ত রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঘাট
গুলি সব আঘাট হইয়াছে। গঙ্গার সেতুলা হইয়াছে, চর পড়ি-
য়াছে,—কুকুরশৃগালে গঙ্গা পার হইতেছে। আদর্শনগর এক্ষণে

কণ্ঠকনগর হইয়াছে। আদর্শনগরে আর মাহুৰ থাকে না, আদর্শনগর একপে ভূতের আবাস হইয়াছে।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে প্রমথনাথ এগার বৎসর পরে আদর্শনগর প্রবেশ করিলেন।

অশোকবনে অবস্থানকালে তিনি শুনিয়াছিলেন তাহার পিতা ঐ নগর পরিত্যাগপূৰ্ব্বক বেনারসে বাস করিতেছেন, সেইহেতু ভখন তিনি আদর্শনগর যান নাই।

নগর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—নগরে আর সেরূপ কোলা-হল নাই। সমস্তই যেন নিস্তক এবং স্থগত। রাস্তায় একটিও মাহুৰ দেখা যায় নাই। বেবল দলে দলে কুকুরদল দোড়িয়া বেড়াইতেছে, এবং পথিক দেখিলেই চীৎকার করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন তাহারা ঐ চীৎকার দ্বারা প্রকাশ করিতেছে—যেন তাহারা ঐ নগরে মাহুৰ থাকিতে দিবে না। প্রমথনাথ বিশেষ মৰ্ম্মাহত হইয়া কহিলেন “চল আমরা নগরের মধ্য দিয়া না যাইয়া গঙ্গারধারদিয়া যাই। আমাদের বাটির স্থান দেখিলে আমার বড় কষ্ট হইবে।

এইরূপে ছইজনে গঙ্গাধারদিয়া বরাবর বজুবর গোবিন্দের বাটতে উঠিলেন।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বন্ধু-পত্নী ।

গোবিন্দের বাটি প্রবেশকালে প্রমথনাথ একবার ভাবিলেন—
“জামি কোথায় হইতেছি ? গোবিন্দের বাটি ! কিন্তু হায়, সে
কোথায় !”

আদর্শনগর প্রবেশ করিয়া অবধি প্রমথনাথ নানাপ্রকার বাতনা
পাইতেছিলেন । এক্ষণে কিন্তু তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন ।
কোন হৃৎকের স্মৃতি মনে আসিলেই তাহাকে স্থান না দিয়া তিনি
উৎসর্গ্য তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন । তাই প্রমথ
গোবিন্দের বাটি প্রবেশকালে একাশ্যে কোনও প্রকার হৃৎক
প্রকাশ করিলেন না ।

গোবিন্দের বাটির সকলেই প্রমথনাথের বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন ।
তাহাকে দেখিয়াই সকলেই চিনিতে পারিলেন । গোবিন্দের
নাতাগণ তাহাকে বিশেষ আদরের সহিত সম্ভাষণ করিলেন, এবং
আগ্রহের সহিত তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন ।

প্রমথনাথ কহিলেন যে, তাহার এখানে আসিতে বড়ই কষ্ট
বোধ হইতেছিল, এবং তিনি এখানে আসিতেনও না, কেবল
বন্ধুবরের অব্যক্ত উপকারিতার কৃতজ্ঞতা জানাইতে তাহার জ্বর
নিকট একবার আসিয়াছেন ।

গোবিন্দের জীকে পবর দেওয়া হইল । তিনি সানন্দে তাহার
অন্তপুরে আগমন প্রার্থনা করিলেন ।

প্রমথনাথ অন্তঃপুরে আনীত হইলেন । তিনি বন্ধুর স্ত্রীকে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন—“আপনার স্বামী আমার অমূল্য বন্ধুবর, আপনি তাঁহার স্ত্রী । তিনি আমার যে সকল উপকার করিয়াছিলেন, তাহা কেবল অনির্বচনীয়, অপরিমেয় এবং অচিন্তনীয় । তাঁহার উপকারিতার জন্ত আমি তাঁহার নিকট চিরকালের নিমিত্ত ঋণী থাকিলাম । সেইরূপ আপনারও নিকট ।—আপনার নিকট এই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ।”

এই বলিতে বলিতে প্রমথনাথের চক্ষুদিরা দুই ফোটা জল পড়িল । তিনি বলিলেন “আর আমি এখানে থাকিতে পারি না, আমাকে এখনই বিদায় দিন ।”

“আপনি আমার পূজনীয়, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন” এই বলিয়া গোবিন্দের স্ত্রী প্রমথনাথকে প্রণাম করিলেন, এবং কহিলেন—“আপনার বৃত্তান্ত বিশেষরূপ জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, আপনার স্ত্রীকে এক দিন যদি পাঠাইয়া দেন ? আমার আর একটি অনুরোধ আছে, যদি রাখেন তাহা হইলে বড়ই সুখী হইব—আপনি দান আহার এইখানেই করিবেন, অন্তথা করিবেন না ।” প্রমথনাথ স্বীকৃত হইলেন এবং বন্ধুপত্নীর নিকট বিদায় লইয়া মহাজনদিগের জন্ত বাজা করিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

পরগণচাঁদ ও ঋণ-পরিশোধ ।

আজকাল তাঁদের আর সে অবস্থা নাই। রেল হইয়া সমস্ত ব্যবসায়নির্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহারাও হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রথমনাথ প্রথমেই পরগণচাঁদের নিকট বাইলেন।

পরগণচাঁদ এক্ষণে শীর্ণ, জীর্ণ, হৃদরোগাশ্রিত—বহির্বাটিতে একটি কক্ষে একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া খাড়া হইয়া বসিয়া আছেন—যেন প্রাণায়াম করিতেছেন। তাঁহার শুইবার ঘো নাই—কাত হইবার ঘো নাই—খার সোজা হইয়া না থাকিলে, উরুমুরি লাগিয়া প্রাণ যায়বার হইয়া উঠে। তাঁহার দুই পা হাঁটুবার ক্ষমতা নাই। এক্ষণে তিনি শয্যাবতীর কৃতদাস।

উপরন্তু একটি চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছে - ভাল দেখিতে পান না। পরগণচাঁদের যারপরনাই কষ্ট হইয়াছে। তাঁহার জীৱ পরলোক হইয়াছে। পুত্র তাঁহার আদৌ হয় নাই। তাঁহার জামাতা এক্ষণে হস্তাকর্তাবিধাতা। তিনি বাহা হাত তুলিয়া দেন তাহাই তিনি ধরচ করিয়া থাকেন।

কথা এবং জামাতার দুর্ভাগ্য শুনিয়া শুনিয়া পরগণচাঁদের জীবনে ঘৃণা হইয়াছে। তিনি কেবল মৃত্যুর অল্প দিন গণনা করিতেছেন। কিন্তু মৃত্যু তাহাতের কথা নয়। মৃত্যু চাহিলেই

কি মৃত্যু হয়? তিনি কত মহাত্মাকে অন্ধান কর্ত্তি করিছেন তাঁহা হইতে কত লোকের সর্বনাশ হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যু শীঘ্র হইবে কেন?

প্রমথনাথ পরাগটাদেব অবস্থা দেখিয়া বারপনাই হুঃখিত হইলেন। তিনি শত্রুর কথা সমস্ত ভুলিয়া গাইলেন। তিনি পরাগটাদকে কহিলেন “আপনার শরীর বড়ই খাবাপ হইয়াছে।”

পরাগটাদ প্রমথনাথকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন “মহাশয়ের নিবাস কোথায়?” প্রমথনাথ কহিলেন “নিবাস এইখানেই, আমি প্রমথনাথ, দীননাথ চট্টোপাধ্যায় আমার পিতৃদেব।”

পরাগটাদ ইতিপূর্বে প্রমথের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি প্রমথকে বসিতে বলিলেন। প্রমথ বসিলেন।

পরাগ—প্রমথ! আর চিন্তা করিও না, জৈশ্বর তোমার পিতার পরম শত্রুর প্রতি সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়াছেন।

আমার এক্ষণে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হইয়াছে শ্রবণ কর—

আজ দশ বৎসর হইল আমি এই শিববোগে আক্রান্ত হইয়াছি। এ রোগের যন্ত্রণার কথা আর কি বলিব—সদাসর্ব্বদাই প্রাণ ব্যয়ব্যয়, অথচ প্রাণ বহির্গত হয় না। মৃত্যুযন্ত্রণা—যাহার চিন্তাই কত ভয়ানক!—সেই কল্পিত ঘটনা আমার সদাসদ্য সার্থী হইয়াছে—আমি প্রতিক্ষণেই মরিতেছি, কিন্তু মরা শেষ হইতেছেন। আর প্রত্যহের মৃত্যু—সেই সুখময়ী নৈশ সমাধি—সেই পরম পিতার পরম আশীর্ব্বাদ শান্তিপূর্ণা নিদ্রা—তাঁহা হইতেও আমি বঞ্চিত। আমি নন্দেহ করি ক্রমশঃ নরকেও

এরূপ বাতনা আছে কি ? প্রমথ তোমার পিতার শত্রুর পরিণতি দেখ। শুধু ইহাই নহে। এত শারিরীক কষ্টের কথা কহিলাম। আমার মানসিক কষ্টেরও অবধি নাই। আমার কস্তাকামাতার আমার প্রতি যে ব্যবহার তাহা অতি চমৎকার। আমার এই বুদ্ধাবস্থা, রোগ, ভয়ানক রোগ ! চক্ষুতেও ভাল দেখিতে পাই না, আমার সেবা গুরুত্ব করা দূরে থাক তাহারা আমার সহিত ভালরূপ আলাপও করে না। আমি মরিলেই তাহারা বাঁচে। এই দেখ এই বহিবাটিতে আমাকে থাকিতে হয়। তাহারা দিনান্তে আমার সহিত একবারও দেখা করে না। আমার এত অসুখ, আমি অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়া আছে। প্রমথ ! শরীর এবং মন উভয়তঃ আমার বারপরনাই কষ্ট হইয়াছে। তোমার মহাত্মা পিতৃদেবকে যেমন অস্ত্রায় কষ্ট দিয়াছিলাম তেমনি সমুচিত শাস্তি হইয়াছে। আহা ! তাঁহার সমস্ত কষ্টের মূল আমি, আমি তাঁহার সোনার সংসার নষ্ট করিয়া দিয়াছি, আমি তাঁহাকে ভিখারীর বেশে গৃহত্যাগ করাইয়াছি। এ পাপাত্মার আরও শাস্তি হওয়া উচিত। ইহার উপর গণিত কুর্ষ হইলে তবে শাস্তি সম্পূর্ণ এবং সমুচিত হয়।

প্রমথ—আপনার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। এ সময়ে তাঁহাদের আপনার কাছ ছাড়িয়া যাওয়া ভয়ানক অস্ত্রায় হইয়াছে।

পরান—প্রমথ ! অস্ত্রায় কাহারও নহে, অস্ত্রায় আমার। আমি যেমন মহাপাতক তেমনি শাস্তি হইয়াছে।

ঐ—আপনি নিজকে বারম্বার ওরূপ খিকার করিবেন না।

তাহাতে অসুখ বাড়িতে পারে। এ ব্যাধি সর্বদা চিন্তা

বিশেষ বিকল্প। আপনার কোনও দোষ নাই—সে সময় আমাদের মন হইবার কথা, আপনি কেবল তাহার হেতু হইয়াছিলেন মাত্র। সে বিষয় আর হুঃখ করিবেন না।

পরাণ—তোমার পিতার মৃত্যু শুনিয়া আমি বারপরনাই হুঃখিত হইয়াছি। তিনি বাচিয়া থাকিলে আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। তিনি সদাশয় ব্যক্তি, অবশ্য ক্ষমা করিতেন। তাহাই হইলে আমার পরলোকে ভাল হইত। আমার ভয় হয়, না জানি পরলোকে আরও কত অজানিত ভীষণ বস্তুর আকারে ক্ষম অপেক্ষা করিতেছে।

প্রমথনাথ পরানুষ্ঠানের আক্ষেপ শ্রবণ করিয়া বড়ই হুঃখিত হইলেন। তিনি কহিলেন “আপনি ওসকল চিন্তা করিবেন না, চিন্তা এ ব্যাপি সম্বন্ধে বড়ই বিকল্প”।

তাহারপর পরানুষ্ঠান কহিলেন “আমার টাকা ত একপ্রকার শোধ হইয়াছিল, কিছু বাকী ছিল মাত্র। কিন্তু আমি আর টাকা লইবনা।”

প্রমথনাথ কহিলেন আমার পিতা আপনার নিকট এখনও ঋণী, আমাকে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। আপনাকে টাকা দিতে আমি এখানে আসিয়াছি।

পরাণ—আমি টাকার জন্ত সমস্ত করিয়াছি—দয়া, মায়ী, সমস্ত ত্যাগপূর্বক কত নৈশাচিক কাৰ্য্য করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। এখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আর টাকা দেখিবনা—আর টাকা স্পর্শ করিবনা—আর টাকা

ভাবিনা না। আমাকে টাকা আর কহিও না।

আমি তোমার পিতাকে ঋণ-মুক্ত করিলাম।

প্রমথ—যাহাউক আপনাকে টাকা লইতে হইবে।

কিছুতেই ছাড়িবে না দেখিয়া পরাগচাঁদ কহিলেন “তবে দাও।” পরাগচাঁদের পঞ্চাশ সহস্র টাকা বাকী ছিল। প্রমথনাথ তাহা পরিশোধ করিলেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল অর্থে পরাগচাঁদের অত্যন্ত ঘৃণা হয়, তিনি আর অর্থের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিবেন না এমন প্রতিজ্ঞা করেন। সেইহেতু তিনি তাঁহার সমস্ত অর্থ এবং সম্পত্তি-কত্থা ও জামাতার হস্তে সমর্পণ করেন।

কিয়ংকাল পরে নানাবিধ অশ্রদ্ধাজাতীয় কথাবার্তার পর পরাগ চাঁদ প্রমথনাথকে কহিলেন—“আমি টাকা লইয়া কি করিব ? এ টাকা আমি অপাত্রে দিতে চাহি না। আমার নিকট থাকিলেই আমার জামাতা কত্থা লইবে। এই অর্থ তোমার নিকট জমা থাকিল। যখন কোন ছুঃখী বা অভাবী ব্যক্তি দেখিবে, এই অর্থ দিয়া তাহাদের ছুঃখ বা অভাব মোচন করিবে।

প্রমথনাথ পরাগচাঁদের পরিবর্তনে মুগ্ধ হইলেন। তিনি উত্তর করিলেন “আপনিই যাহা হয় করিবেন,” এবং বিদায় লইলেন।

পরে তিনি অশ্রদ্ধা মহাজনদিগের নিকট যাইলেন, এবং তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিলেন।

ঋণ-পরিশোধ করিয়া প্রমথনাথ গঙ্গারদ্বার করিতে যাইলেন। গঙ্গাভীরে গিয়া দেখিলেন—বহু বাহা বলিয়াছিল সমস্তই অক্ষরে অক্ষরে সত্য—গঙ্গারদ্বারে আর সেরূপ নৌকা বাঁধা থাকে না ;

আর পাল তুলে সন্ সন্ রবে নৌকা আসে না ; দাঁড়িমাথিরা
আর গান গায় না ; আর ব্যবসাবাণিজ্যের সে কোলাহল নাই,
গঙ্গার স্থানে স্থানে সেওলা পড়িয়াছে ; মধ্যে মধ্যে চড়া
হইয়াছে—আর ভাগীরথীর সে শ্রোত নাই—যেন বৃদ্ধা শেষ
জীবন বহন করিতেছেন ।

আর সে সকল লোকও দেখা যায় না—সমস্তই যেন নূতন,
অপরিচিত—যদিই বা তিনি কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখেন,
তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারেন না ।

প্রমথনাথ ভাবিলেন, যেন এ কোন নূতন অপরিচিত স্থান ।
যাহা হউক এতদশনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং ঝানাদি
সমাপ্ত করিয়া বন্ধুর বাটীতে ফিরিলেন ।

বন্ধুর ভ্রাতাদিগের নিকট নগরের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে
বিশেষ ত্রুণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।

বন্ধুর স্ত্রী অন্য স্বামীর প্রিয় বন্ধুকে পাইয়া মনের সাধে নানা
প্রকার ব্যঙ্গবাদি প্রস্তুত করিয়াছেন । স্বামীর মত যত্নে
প্রমথনাথের স্ত্রী বসিয়া থাকিয়াছিলেন ।

আজকালিক পর প্রমথনাথ একবার সেই কপট বন্ধু নিশা-
ন্যস্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

নিশানাথ ।

নিশানাথ প্রমথনাথের বাক্যে সমস্তই শুনিলেন, এবং মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। তিনি একাকী একটি কক্ষে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রমথনাথ নিশানাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। নিশানাথকে বাহিরে না দেখিয়া তিনি একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্রখানি এট—

প্রিয় নিশা !

মৃত প্রমথনাথ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। একবার তোমার সহিত দেখা করিতে চাহে। আমাদের বাল্যবন্ধু-বর্গের মধ্যে তুমিই মাত্র জীবিত, তাই তোমাকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। একবার দেখা করিলে যাবৎপরিমিত আনন্দিত হইব।

তোমার স্ত্রীসঙ্গিনী প্রমথ ।

প্রমথনাথ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন নিশানাথকে এই এক কথা বলিবেন। কিন্তু তাঁহার মনের গতি একদেয় অন্তর্যাকার হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন—‘সে সন্তোষের করিয়াছিল, মন্দ কাজ করিয়াছিল; তাই বলিয়া কি আমার তাহার সহিত দেখা করিবার চ্ছেদে বিক্রম করি উচিত? সে আমাকে দেখিলেই যাবৎপরিমিত লজ্জিত হইবে।’

একশ্রেণী তাঁহার নবের ভাব বাস্তবিকই, বাস্তবিকদিগের মধ্যে তিনি এক মাত্র জীবিত, তাই তাঁহার সহিত দেখা করা ।

নিশানাথ পত্র পাইলেন । পত্র খুলিয়া শিহরিলেন । তিনি এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন—

প্রথম, তুমি কিরিতা আসিয়াছ ! আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ ! কি ভাবে ?—শত্রুভাবে মা মিত্রভাবে ? শত্রুভাবে !—সে আমার বাটিকে আমার উপর কি শত্রুতা সাধিতে পারে ? তবে কি সে বাস্তবিকই মিত্রভাবে আসিয়াছে ? সে এখনও আমার মিত্র !—সে পত্রে লিখিয়াছে “তোমার চিরদিনের প্রথম” ! তবে সে এখনও কিছুই শুনেন নাই ! তাহাও কি আর জানিতে বাকী আছে ? প্রস্তুতি কি সম্বন্ধের সংখ্যা রাখে না ? তাহা কখনই হইতে পারে না । সে অবশ্যই জানে । এবং এসমস্ত মিত্রতার নহে, কেবল বিক্রম, ছলনা, এবং মিষ্টি মিষ্টি জুতা ।

মিত্র শত্রু, স্বাধীন ঠিক, উত্তর দিই কি না ? যখন লোকটি গিয়া তাহাকে বলিয়াছে “পত্র দিয়াছি,” তখন উত্তর দিতেই হইবে । কিন্তু কি উত্তর দিব ? তবে লিখি—

“শরীর অক্ষততা বশতঃ দেখা করিতে পারিলাম না” পত্রের পূর্বে ইহা লিখিয়া পাঠাইয়া গিলেন ।

এককালের পর শহীদা পুনরায় একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন । পত্রখানি এই—

নিশানাথ !

তুমি যে কল্প আশিতে চাহিতেছ না আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি । তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমাকে দেখা করার জ্বলে বিক্রম করিতে আসিয়াছি ।

তুমি যাহা করিয়াছ আমি তোমাকে তাহার জন্ত ক্ষমা করিলাম ।
ভাই, মানবতা হ্রস্বলতা ! সে জন্ত কিছু মনে করিও না ।
বহুদিনের পর মৃতবন্ধু ফিরিয়া আসিয়াছে, তোমার একবার দেখা
করিবার সাধ হয় না ? আমি তোমার সহিত দেখা করিতে
আসিয়াছি ; আমার বাণ্যবন্ধুদিগের মধ্যে তুমিই কেবলমাত্র
জীবিত, প্রাণ থাকিতে তোমাকে কোন কটুবাণ্য বলিতে পারি
না, নিশ্চয় জানিও । আমি কেবল তোমার সহিত দেখা করিতে
আসিয়াছি । তুমি আসিবে, নতুবা আমি বড়ই ব্যথিত হইয়া
ফিরিব । অধিক কি লিখিব—

পত্রখানি পাঠ করিয়া নিশানাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া
রহিলেন । পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন ।

প্রমথ ! প্রকৃতই কি তুমি মিত্রভাবে আসিয়াছ ? আমি
যার হৃদয়সর্বস্ব ধ্বংসপন্থীকে আমার উপপত্নী করিবার জন্ত যাহা
করিতে নাই তাহাও করিয়াছি, সে আমার এখনও বন্ধ ! সে
আমাকে ক্ষমা করিয়াছে ! প্রমথ ! ধন্ত তোমার সহিত্বতা ! এত
দিন আমি কাহাকেও লজ্জা করি নাই, কাহাকেও ভয় করি নাই;
কিন্তু তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব এবং অসংধারণ সহিত্বতা আজ
আমাকে বারম্বার নাই লজ্জিত করিয়াছে—আমাকে মৃত্যুভয়ে
কাঁপাইতেছে । প্রমথ ! হে প্রকৃত বন্ধু ! তোমার সহিত্বতার
বুনি আজ আমার প্রাণবধ করে । আমি না জাই দেখা হইবে
কি না ।

পুনরায় বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া প্রমথনাথ লোকসারার বলিয়া
পাঠাইলেন যে, তাঁহার বিশেষ কার্য আছে, অধিকক্ষণ বিলম্ব
হইলে তাঁহার ক্ষতি হইবে ।

লোকট' গিয়া বলিলে, নিশানাথ উত্তর করিলেন “একটু সবুর করিতে বলগে”।

নিশানাথ এইবার মিমাংসা-চিন্তায় বসিলেন ।

আমার ভয়ানক লজ্জা হইয়াছে—এই ঢকু হইট না উঠাইয়া লইলে, যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ; আর ঘনের ঢকু, জ্ঞান, তাহাও না মুদ্রিত হইলে আমি যাইতে পারিব না । তাহা করিতে হইলৈ একটু মাদক দ্রব্য পান করিতে হয় । খাহাহউক এ সকলে মিমাংসা কিছুই হইবে না । এক্ষণে যাই কি না ? যাওয়া হইতেই পারে না । তবে পত্র লিখি । এইরূপে তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি লিপিমা পাঠাইয়া দিলেন ।

হৃলভ বন্ধু প্রমথ !

ভাই ! মনে পড়ে কি, একটি কোন বিশেষ উপকারিতার জন্ত আমি একদিন তোমার নিকট স্বামী বলিয়া পরিচর দিাছিলাম ? আমি ত সে স্বামীর পরিশোধ উত্তমরূপই করিয়াছি । ভাই ! এ নরকের পিশাচকে ও স্বর্গের দেবতার সম্মুখে উপস্থিত হইতে অসুযোগ করিও না । তোমার সহিষ্ণুতা এবং অমরীর ক্ষমা আমাকে আজ লজ্জা দিয়াছে—এত অধিক, যে এখনি আমি এ ঘৃণিত জীবনের অন্ত করিব । ভাই ! ক্ষমা করিবে, দেখা করিতে পারিলাম না । যদি কখনও এ পিশাচ নরক হইতে স্বর্গে উঠিতে পারে তবেই দেখা হইবে, নতুবা এই পর্য্যন্ত ।

তোমার হিতৈষি বন্ধু

নারকিক নিশা

এই পল পাঠমাত্র প্রমথনাথ লোকটিকে সঙ্গে লইয়া নিশানাথের কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন দ্বার বন্ধ।

তিনি কহিলেন—“নিশা! আমি আসিয়াছি, তুমি আমার দুইটি কথা শুন, তাহার পব যাহা হয় করিও—তুমি যদি আত্মহত্যা কর তাহাইলে আমি জানিব আমিহি তোমার এ অকালমৃত্যুর কারণ। তাহাইলে এ চিরব্যথিত হৃদয় আরও ব্যথা পাইবে, এবং এ পোড়া জীবনে আর সুখের লেশমাত্রও থাকিবে না। যদি তুমি আমাকে কখনও একটু ভাল বাসিয়া থাক, সেই ভালবাসার দিব্য দিয়া বলিতেছি; আমার এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখ দ্বার খোল।

নিশা ভিতর হইতে উত্তর করিল—আমি তোমাকে ভালবাসার চুবাস্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। সেই ভালবাসার দিব্য ত ? তাহা আমি অন্যায়সে লজ্জন করিতে পারি—আর, আমি মরতের কীট, আমার আবার দিব্যর ভয় কি ?

প্র—আমার দিব্য একবার দ্বার খোল।

এইরূপ বাদানুবাদ হইতে হইতে নিরুপায় দেখিয়া দ্বার ভাঙ্গা হইল।

মধ্যে ছোঁরা হস্তে নিশা ঘোর নিশার ভায় দণ্ডায়মান—নিভব ও নীরব।

কেহই কক্ষে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। প্রমথনাথ সাহসপূর্বক কক্ষে প্রবেশ করিলেন, যেহেতু যেন পুতলিকার হস্ত হইতে ছোঁরা কাড়িয়া লইলেন।

নিশা জানিবার্থে কক্ষের দ্বার খুলিয়া দেখিলেন মৃত্যুচিন্তা তাহাকে

সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে—সে বাকশ্রুত পুতলিকায় ভায় দণ্ডায়মান ।

ক্রমে নিশার নিশা অবমান হইল, নিশা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন । অমনি তিনি অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন । প্রমথ পাশ্বে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন ।

ক্রমে নিশার বিশেষরূপ জ্ঞান হইল । তিনি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । স্বাভাবিক নিশা প্রমথকে পাশ্বে বসিয়া বাতাস করিতে দেখিয়া কিছু না বলিয়া একটু কাঁদিলেন । প্রমথ সান্তনা করিয়া তাঁহাকে লইয়া বাগিরে আসিলেন । এবং নিজের আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিলেন ।

নিশা আর এখন লজ্জিত নহে । নিশার নিশা সেই ঘোর নিশায় মিশিয়া গিয়াছে । এখন নিশা উজ্জল প্রভাত । তাই নিশা আর কিছুনাও লক্ষ্য করিতেছে না—যেন সব ভুলিয়া গিয়াছে ।

তাহারপর প্রমথ নিশাকে বিশেষরূপ বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহার এক্ষণে কিছুদিন বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত ; এবং নিজেই প্রস্তাব করলেন—“তুইজনে বহুদিন ছাড়াছাড়ি, এক্ষণে কিছু দিনের জন্ত এক সঙ্গে থাকা হউক । আমি অতি শীঘ্রই বেনারস যাইব, আমার সঙ্গে তুমিও যাইবে” । নিশানাথ তাহাতেই মত করিলেন ।

বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে দেখিয়া নিশা প্রমথকে কহিলেন “আজ আর বাওয়ার দরকার নাই, এইখানেই থাক । কাল সকালে এক সঙ্গে দুই জনে অশোকগ্রাম যাইব ।” প্রমথ কহিলেন যে, তাহার বিলম্ব করিবার সময় নাই, তাঁহাকে অবিলম্বে

বেনারস যাইতে হইবে—তাঁহার পিতৃমাতৃহীন সহোদরগণ
সেখানে অভিভাবকহীন ।

নিশানাথ তাহাতে উত্তর করিলেন “তবে আব্ব থাকায় দর-
কার নাই । দুই মাইল দাড়া, এখনি যাইলে পঁছঁছিতে সক্ষ্য
হইবে না । এইরূপে নিশানাথ এবং প্রমথনাথ দুইজন লোক
সহ শকটারোহণে অশোক গ্রাম যাত্রা করিলেন ।



অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

গাঠিতে যাঠিতে শকটোপরি এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল ।

শিশু—তোমার আর কি কি কাজ বাকী আছে ?

প্রমথ—এক্ষণে কল্য আমার জীকে একবার বজ্রবর গোবিন্দের বাটী পাঠাইতে হইবে : তাহার জী অনুরোধ করিয়াছেন । আর একটি প্রধান কাম্য আছে : তাহার ভার, আমি মনে করিতেছি, তোমারই উপর দিব ।

শিশু—আমি প্রস্তুত আছি, বলিলে তাহা আনন্দের সহিত সম্পাদন করিব ।

প্র—স্বর্গীয় পিতৃদেব, শ্বশুর মহাশয়, এবং দুর্লভ বধু গোবিন্দ— এই তিন মহাত্মার শ্রবণচিহ্নস্বরূপ তিনটি স্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ করিতে হইবে । এবং তাঁহাদের দিবসি—দিনে দরিদ্র-দিগকে দান এবং সাধুসেবা ইত্যাদির জন্ত আমি তিন লক্ষ টাকা বন্ডোবস্ত করিয়া যাইব । ঐ টাকার আদায় হইতে এই সকল বাৎসরিক কার্য্য সমাধা হইবে । যাহা হউক এ সকল কার্য্য তোমার দ্বারাই হইতে পারিবে । তুমি বেনারস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত করিবে ।

শিশু—আচ্ছা । আমার একটি সাধ আছে, তুমিবে কি ?

প্র—স্বচ্ছন্দে বল । আমি তাহাতে বাধা দিব না ।

নি—ভাই ! তোমার স্ত্রী আমার জননী, তাঁহার সতীত্ব চির-
স্বরূপ ঐ অশোকবনে ঐ সঙ্গে আর একটি স্তম্ভ নির্মাণ
করা হইবে। তাঁহার খরচ এবং বন্দোবস্ত সমস্ত আমি
করিব। আশা করি ইহাতে তোমার কিছুমাত্র আপত্তি
নাই।

প্র—স্বচ্ছন্দ করিতে পার।

নি—আমার আর একটি অনুরোধ আছে, শুনিবে কি ?

প্র—প্রাণপন চেষ্টা করিব, অসম্মত হইলে ক্ষমা করিবে।

নি—আমার কণ্ঠার সহিত তোমার এক ভ্রাতার বিবাহ দিতে
ইচ্ছা করি। তাহাতে তোমার মত কি ?

প্র—সম্পূর্ণ।

নি—আর ত অশোকগ্রাম দেখা যাইতেছে। এক্ষণে, আমি কেমন
করিয়া তোমার স্ত্রীর সহিত দেখা করিব। তিনি ত
আমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানেন। যাহাউক ভাই,
একবার আমাকে তাঁহার সম্মুখে যাইতে দিও, আমি
তাঁহার চরণে ধরিয়া মার্জনা প্রার্থনা করিব। তিনি
ক্ষমা না করিলে দেবতারাও আমাকে ক্ষমা করিতে
পারিবেন না।

প্র—সে জন্ত কোন চিন্তা নাই। তুমি যখন আমার সঙ্গে একরূপ
মিত্রভাবে আমার বাটী যাইতেছ তখন সে নিশ্চয়
তোমাকে, মিত্রভাবে দেখিবে, শত্রুভাবে দেখিবে না,
জানিও ; এবং তোমাকে ক্ষমা করিবে, সন্দেহ নাই।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে তাঁহারা অশোক-
গ্রাম পহুছিলেন। গ্রামস্থলোকেরা নিশানাথকে সঙ্গে দেখিয়া

আশ্চর্য্যবিশিষ্ট 'হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার বাসী পহুছিলেন।

প্রমথনাথের স্ত্রী নিশানাথকে সঙ্গে দেখিয়া ভাবিলেন—একি ব্যাপার! যে আমাকে কত লাঞ্ছনা, কত অকথ্য কষ্ট দিয়াছে, যে আমার সতীত্ব নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, স্বামী এখনও তাহার মিত্র! অবশ্য ইহার মধ্যে কোন গুঢ় কথা থাকিবে। যাহাহউক, যখন আমার স্বামী তাঁহাকে মিত্রভাবে দেখিয়াছেন তখন আমার আব তাঁহাকে শত্রুভাবে দেখা উচিত নহে, বিশেষতঃ আমাদের বাটী আনিয়াছেন।

নিশানাথ ঐ রমণীরদ্বকে দেখিবামাত্র প্রমথকে কহিলেন “আমাকে এখন একবার বাটীর মধ্যে লইয়া যাওয়া হউক”।

প্রমথনাথ নিশানাথকে লইয়া বাটীর মধ্যে যাউলেন। নিশানাথ তাঁহার স্ত্রীর চরণে পড়িয়া করপুটে এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন—

‘মাতঃ ভগবতি! মতি! আপনাকে আমি যে সকল অবাক্ত কষ্ট দিয়াছি তাহা মনে হইলে ঘোর নরকযন্ত্রণা অনুভব হয়। মা! এক্ষণে নিজগুণে এ দাসকে ক্ষমা করিতে হইবে। আপনি না ক্ষমা করিলে আমার এ অপবাদের ক্ষমা দেবতারাও কারতে পারিবেন না।

রমণীর কোমল হৃদয় অমনি গলিয়া গেল।

তিনি কহিলেন—“আপনি যখন আমার স্বামীর সঙ্গে আমার গৃহে আসিয়াছেন তখন আমি বুঝিয়াছি আমার স্বামী আপনাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমার স্বামী যখন আপনাকে ক্ষমা করিয়াছেন তখন আমার কি আর ক্ষমা করিতে বাকী

আছে? আমি হৃদয়ের সহিত বলিতেছি আমি আপনাকে কমা করিলাম, আপনি আর কিছুমাত্র দ্রুংথ করিবেন না। কিন্তু আশায় একটি অল্পরোধ আছে, তাহা আপনাকে রাখিতেই হইবে—আর যেন কোন সতীর সতীত্বের উপর কখনও আক্রোশ করিবেন না।

তাহাতে নিশা গদগদস্বরে কহিলেন—“মা! সে বিষয় আর আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না। আমি তাহা বিশেষরূপ শিক্ষা পাইয়াছি। আমি কি উপায়ে বাঁচিয়াছি তাহা আপনি আপনার স্বামীর নিকট অবগত হইবেন। আপনার আশীর্বাদে নারকিক নিশা এক্ষণে উজ্জ্বল নিশানাথ হইয়াছে, জানিবেন।”

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় প্রমথ নিশাব প্রতি লক্ষ করিয়া কহিলেন “চের হ’য়েছে, আর কাজ নাই”।

সকলে একটু হাঁসিলেন। নিশাও হাঁসিলেন। সকলে হাঁসিতে হাঁসিতে আপনাপন কার্যে গমন করিল। নিশা ও প্রমথ বহির্বাটিতে গল্প করিতে লাগিলেন।

অদ্য চারুশর্মা দেব কিছুই অভাব নাই। নানা প্রকার অন্নব্যাঞ্জনাদি প্রস্তুত কবা হইয়াছে। আহালাদি সমাপ্ত হইল। রাত্রি অনেকটা হইয়াছে। গ্রামের সকলেই প্রায় শুইয়াছে। এমন সময়ে বাহিরে বসিয়া নিশা ও প্রমথ হুই বজু মধ্যে পুনরায় কথোপকথন হইতে লাগিল।

নি—গুনিতেছি তুমি আর এ বেশে ফিরিবেনা, বেনারসেই বাস করিবে, এরূপ মনস্থ করিয়াছ? আমার বিবেচনায় এ জীবনের শেষ করটা দিন এক সঙ্গে কাটাইয়া দিলে

ঋণ-পরিশোধ ।

ডান হইত। তুমি এখানে থাকিবে না কেন ? তোম
কি এখানকার জন্য একটু মায়া হয় না ?

প্রমথ—কি জন্য ভাই, এখানে কি আর সুখ আছে ? যেখানে
পিতা রাজত্ব করিয়া অবশেষে ত্রিধারীর বেশে বাহির
হইয়া গিয়াছেন, সে স্থানের আবার মায়া কিসের ভাই ?
কেবল তোমাদের জন্য, এবং ঋণ পরিশোধের জন্য
এখানে আসিয়াছি। আর কি এখানে থাকিব ? মনেও
স্থান দিও না। আর কোন্ সুখেই বা থাকিব ভাই ?
এ জীবনে কি আর সুখের আশা আছে ? প্রাণের বন্ধু
গোবিন্দ মরিয়া গিয়াছে। মাতা, পিতা, স্বপুত্র, সকলি
শিখাছেন। কাহাকে লইয়া জগতে থাকিব ? যাহার
অন্য জীবনকে তুচ্ছ মনে ভাবিয়া তোমাদের বন্ধু
ছাড়িয়া প্রিয়তমাকে খারপূরনাই যাতনা দিয়া হা অর্থ
এ অর্থ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই পিতৃদেবের
একবার দর্শন পাইলাম না। ভাই, আমার আবার
জীবনে সুখ ! ভাই, এ জীবনে সুখের আর আদৌ
আশা নাই। এখন মরিয়া সের্গীয়া আত্মস্বজন-
দিগের সহিত মিলিত হইতে পারিলেই সুখ।

আর এ সংসারেই বা সুখ কোথায় ? ঋণকালের জন্য
সুখ, আবার তাহার পর দুঃখ। আবার যদি সুখ হইল, আবার
দুঃখ হইবে। একাধারে সুখ জগতে নাই। তাহা স্বর্গের বস্তু।
এই ত পিতা অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিলেন—কত দান, কত
মান, কত কি ছিল—কই সব থাকিল কি ? একটি নিশ্বাসের
ভর সইল না। অবশেষে তাঁহাকেই দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে

ঋণ-পরিশোধ

গাড়ে। স্মেত কি তখন একবার ভাবিয়াছিল তাঁহার ঐ দশা হইবে ?

আমিই ত রাজপুত্র ছিলাম,—কত ভোগ, কত সন্তোগ, কত উপভোগ করিয়াছিলাম। আবার মধ্যে হুঃখের জ্বালায় গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দ্বাদশবর্ষকাল স্তুতচ্ছলে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি। আবার সে অর্গও কোন দিন নষ্ট হইয়া বাইবে। অষ্ট সমস্ত বন্ধুবান্ধব, পিতা, মাতা কত কি ছিল। কই কেহ থাকিবে কি ? দ্বাদশবৎসের মধ্যে যেন একটি যুগের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই এইরূপ। সামাজ্য দেখ, আমাদেব পৃথিবী একটি ভাঁচার মত, অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা ত তাহাবই বাসিন্দা ? এই ভারতবর্ষ ধনে, মানে, বুদ্ধিতে, কৌশলে, প্রত্যেকের মধ্যে প্রধান স্থান ছিল। লোকে ‘ভারত ভূ’ ‘ভূ ভারত’ বলিয়া জানিত। কই তাই কি চির দিন থাকে ?

ঐ রোম গ্রীস পৃথিবীতে একটা মহা হলুদুল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সে গ্রীস রোম কোথায় ?

তাই স্বপ্নের কথা আর তুলিও না। এ জগৎ স্বপ্নের স্থান নহে। এ পরিবর্তনশীল জগতে লইবার কিছুই নাই—কেবল দেখিয়া যাও, বুঝিয়া যাও, চলিয়া যাও।

উপসংহার ।

স্বল্পজ্ঞান অল্পজ্ঞানী মানব—আমরা ঈশ্বরের দাসী কিছুই বুঝিতে পারি না। প্রায়ই আমরা তাঁহার ক্রান্তন্য প্রণালীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকি।—আমরা তাঁহার পদাঙ্গী অন্যায় বলিয়া কহিয়া থাকি। কিন্তু বিশেষ বিচারে মর্ম্মক হিরচিহ্নে ভাবিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায়, আমাদের প্রতি একটি বিধানও তাঁহার অঙ্গায় নহে। প্রত্যেকটি ভ্রাস এবং মগ্ন। ইহাই যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত। এই আখ্যায়িকাটি তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিলে তাহা প্রমাণিত হইবে।

আমাদের জগত একটি প্রকাণ্ড মহাপাঠশালা, যথায় আমরা ছাত্ররূপে শিক্ষিত হই। প্রতিকূল আমাদের গুরুমহাশয়। তাঁহার ভাড়া আমাদের হিতের নিমিত্ত। কিন্তু নিষেধ বাক্যক আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সত্যের জয়, মিথ্যার পরাজয়, পুণ্যের পুৰস্কার এবং পাপের শাস্তি, এই সকল এখানে হাতে হাতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

চাক্ষুশী প্রকৃত সত্য। সে তাহার মৃত স্বামী পুনরায় প্রাপ্ত হইল। প্রথমতঃ উদ্দেশ্য পিতার স্বর্ণ পবিশোধ করা; উদ্দেশ্য মহৎ, তাই তাহা সিদ্ধ হইল। তিনি মিথ্যা রটনা করিয়াছিলেন, তাই তিনি জীবনে আর সুখ পাইলেন না।

সম্পূর্ণ।

কয়েকটি কথা

পাঠীগণ! আমার পুস্তকখানি পাঠ করিলেন, আমার বিবরণ কিঞ্চিৎ পাঠ করুন।

আমি একজন সামান্য ছাত্র—“B. A. Fourth—year class পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছি” এই আমার সর্বস্ব পরিচয়। আমি একজন জানিত ছাত্র বা কোন উজ্জল বাতধারী নহি। বাহাইটক আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবরণ পাঠ করুন।

১৮৯৩ সালে Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্দীর্ণজ্ঞান কুণ্ডলালক আমি, উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় আগমন করি। “এক, এ” পড়িতে পড়িতে Milton's Paradise lost পাঠ করিয়া আমি যেন এক নূতন জগতে বিক্ষিপ্ত হইলাম। আমার কবি হইল বড় সাধ হইল। তদবধি আমি ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি। ক্রমে কবিতা আমার সমস্ত হৃদয়ে অধিকার করিল। পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া আমি কবিতা লইয়া থাকিলাম। আমার স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরা ক্রমে তাহা জানিতে পারিলেন। তাঁহারা আমাকে তিরস্কার করিলেন। আমি কবিতা সেথা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু তাহা বাহ্যিক মাত্র। আমি নুকাইয়া নুকাইয়া কবিতা লিখিতাম। কিন্তু তাহা বাহির করিবার উপায় নাই, বাহির হইলেই বিপদ। কবিতা আমিই লিখিতাম, আমিই পড়িতাম। কাকে বকে কেহ শুনিতে পাইত না। ক্রমে এক এ পরীক্ষা সমাপ্তি, মোটে দুই মাস বাকী—কিছুই প্রস্তুত নাহি—সমস্ত একেবারে নূতন। বাহাইটক কিছু দিনের অন্ত কবিতার নিকট বিদায় লইলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক, এ,

কয়েকটি কথা

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

পুস্তকখানি একটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক শেখ এবং প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ কোন ইয়ঙ্গীর অকালবৈধব্য সহজে ছাড়া প্রকাশ করিতেছে। বিশেষ বিবেচনার সহিত ঐ তিনটি পরিচ্ছেদ পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক ছত্রের অর্থ আছে, প্রত্যেক কথার অর্থ আছে।

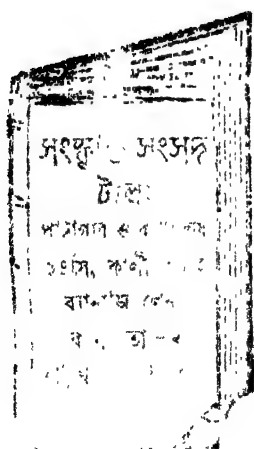
কল্পনাটি একেবারে নূতন এবং সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব। চরিত্র-স্কেটন লেখার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বীকার করি, ভাষাব তাদৃশ প্রাঞ্জলতা নাই, বা ভাষা তাদৃশ বিস্তৃত নহে। কিন্তু মধুরতা, অল্প বা অধিক, স্থানে স্থানে আছে। শুনিয়া থাকি পাঠকগণ বৃহৎ বৃহৎ নতল এক ঘণ্টার সমাপ্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু স্মৃতি করিয়া বলিতে পারি আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি শেষ করিতে তাঁহাদের দ্বিগুণ সময় লাগিবে।

প্রথম পাঠকালে পাঠকগণের মনে একরূপ ভাব হইবে, দ্বিতীয়বারে ভিন্ন ভাব হইবে। স্মৃতি করিয়া বলিতে পারি যিনি যতবার পাঠ করিবেন তিনি তত নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন, নতুবা এই আধ্যাত্মিক বৃথা লিখিলাম।

শ্রীমহাদেব পাঠক।





ADDRESSED TO MYERS

JOVE AND DUTY

Gentle breeze—welcome breath, and Amy * therewith
I knew the noble thing this world could give;
And I'll know a deal as long I live;
But night and day—'s not made to sleep them with.

I love learn Amy my soul, and I here,
Nor I not share one, another's getting,
But by a law divine such a having,
'That is fixed before—like the stars.

Our marriage is but a restoration,
And husband and wife, the same one thing brok'n.
Infinitely to serve the will of Heaven—
Because 'tis nothing but a perfection.

To love each other as good, like loving self;
But dutefully to work on is best, — denying self.

* Amyriller—a personal sweetheart

Mahadeb Pathak.

